জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in ● /DigitalJagoBangla ● /jagobangladigital ● /jago_bangla ● www.jagobangla.in

ওবিসি মামলা

আগামী ৫ নভেম্বর ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের সুপ্রিম শুনানি। এমনটাই জানান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি গাভাই। মামলা শোনার আর্জি জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল

শীতল বায়ুর প্রবেশ

বর্ষা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়া বদল। প্রবেশ করতে শুরু করেছে উত্তর-পশ্চিম শীতল হাওয়া। যদিও এখনও বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে না

করবা চৌথের রাতে যোগীরাজ্যে নিখোঁজ ১২ জন সদ্য বিবাহিতা

ইন্ডিগো বিমানে পাখির ধাক্কা, অল্পের জন্য রক্ষা

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩৯ ● ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ ● ২৮ আশ্বিন ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 139 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 15 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলাই করতে পারে দ্রুত পুনর্গঠনের কাজ

প্রতিবেদন : দুর্যোগের কয়েক ঘণ্টা পরেই উদ্ধারকার্য সামলে এলাকা পুনর্গঠনের কাজে নেমে পড়েছে রাজ্য। প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে ধস ও বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরের প্রতিটি জেলায়। মঙ্গলবার মিরিকের বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর সুখিয়াপোখরির ত্রাণ শিবিরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য প্রশাসনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সেইসঙ্গে তিনি জানান, আধিকারিকেরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, শুধু বাংলাই পারে। ধসে বিধ্বস্ত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ এত দ্রুত শুরু করা শুধু বাংলার পক্ষেই সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বন্যা ও ভূমিধস-পীড়িত এলাকাগুলিতে ত্রাণ ও

উত্তরবঙ্গের দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনর্বাসন কার্যক্রম আমি নিজে পর্যবেক্ষণ করছি। হাসিমারা, নাগরাকাটা, চালসা, মাল এবং কার্শিয়াংয়ে গিয়ে দুর্গত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেছি। এদিন মিরিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে দেখলাম। সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে পুনর্গঠন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। এরপর বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং ও মিরিকের জন্য একটি রিভিউ মিটিং করব। তাঁর কথায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমাদের কোনও হাত নেই। কিন্তু আমাদের সহমর্মিতা, প্রস্তুতি এবং ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা রয়েছে। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, ততক্ষণ আমাদের লড়াই চলবে।

এদিন পাহাড়ের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যেও বিশেষ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। (এরপর ১০ পাতায়)

মিরিকে ভূমিধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরাও। মঙ্গলবার।

নেত্রীকে এক লক্ষের বেশি ভোটে জেতানোর অঙ্গীকার

উত্তর থেকে ফোনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : পরিকল্পনামাফিক বহিরাগতদের দিয়ে ভবানীপুর অঞ্চলকে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ করে কিছু লোক বাইরে থেকে এসে জমি কিনে বাড়ি-ফ্ল্যাট তৈরি করছে। গরিব মানুষগুলোকে সরে যেতে হচ্ছে। মঙ্গলবার ভবানীপুর বিধানসভার বিজয়া সম্মিলনীতে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন ও তার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। সেখান থেকেই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ফোন মারফত বিজয়া সম্মিলনীতে (এরপর ১০ পাতায়)

উত্তর পুনর্গঠনে ব্যবসায়ীরাও হাত মেলান, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ব্যবসায়ীদেরও দায়িত্ব আছে। বিজেপির মদতে হতাশা না ছড়িয়ে দুর্যোগ-পরবর্তী উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনে হাত মেলান। উন্নয়নের কাজ করুন। কুৎসা ছড়াবেন না। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের দুর্গতদের ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে একথা বলেন। বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন বাসিন্দাদের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলেও দেন। একইসঙ্গে স্বজনহারা পরিবারের একজন সদস্যের বিশেষ হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্রও দেন। তবে কড়া ভাষায় ব্যবসায়ীদের বার্তা দিতে গিয়ে বলেন, ব্যবসা করুন ভাল করে। কিন্তু ব্যবসার দায়ও আছে। মানুষকে হতাশ না করে সাহায্য করুন।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মা

স্বর্গাদপী গরীয়সী তুমি মা
জয় মা জগৎ জননী,
তোমার বরিষে তোমার হরষে
ধন্য মাতৃভূমি।
জয় মা, জয় মা,
তুমি তো বীরাঙ্গনা, শান্তি স্বস্তির
চাঁদমালা তুমি, ধরণী তুমি,
তুমি মা অনন্যা জয় মা, জয় মা।
জাগো মা ভুবনমোহিনী,
জাগো মা জীবনদায়িনী,
তানপুরা তুমি মা।
একতারা তুমি মা-গো
নেইকো তোমার তুলনা,
জয়মা-জয়মা-জয়মা।

দুর্গাপুর-কাণ্ডে ধৃত বন্ধু, প্রবেশ নিষিদ্ধ

■ দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষণ-কাণ্ডে গ্রেফতার বন্ধু। সকালে তাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পোশাক। ফরেনসিক টিম পরীক্ষা চালাচ্ছে।

■ দুর্গাপুরের ঘটনায় মামলা করে জোর ধাক্কা খেল বিজেপি। মঙ্গলবার জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণধর্ষণের চেষ্টা

■ দুর্গাপুর নিয়ে নাটক করতে গিয়ে জোর থাপ্পড় খেল বিজেপি। মোদি-শাহর নাকের ডগায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে গণধর্ষণের চেষ্টা করা হল। বিটেক প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে চারজন তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই ঘটনা ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ পড়ুয়াদের। অভিযুক্তরা সকলে ক্যাম্পাসেরই কর্মী।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 October, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১৮ শিরডির সাঁইবাবা (১৮৩৫-১৯১৮)

এদিন দেহত্যাগ করেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তরাই তাঁকে সন্ত আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু ভক্তরা তাঁকে দত্তাত্রেয়ের অবতার মনে করতেন। অনেক ভক্তের মতে, তিনি ছিলেন সদ্গুরু, সুফি পির বা কুতুব। সাঁইবাবা পার্থিব বস্তুর প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল আত্ম-উপলব্ধি। তিনি ভালবাসা, ক্ষমা, পরস্পরকে সহায়তা, দান, সন্তুষ্টি, আন্তরিক শান্তি ও ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি ভক্তির শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষার উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম থেকেই। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'সবকা মালিক এক'।

১৯৪৮ সিদ্ধার্থ ঘোষ (১৯৪৮-২০০২)

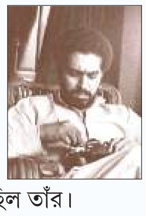

এদিন জন্ম নেন। কল্পবিজ্ঞানের লেখক। আসল নাম অমিতাভ। লেখালেখির জন্য নাম নিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। বিজ্ঞানকে সাধারণের উপযোগী করতে একাধিক বই লিখেছেন। লিখেছেন বহু বিজ্ঞান উপন্যাসও। ফটোগ্রাফিতেও গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর।

১৯১৭ মাতাহারি (১৮৭৬-১৯১৭)

কে প্যারিসের কাছে হত্যা করল ফরাসিরা। এই ওলন্দাজ সুন্দরী নর্তকীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানদের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করতেন।

১৯৭৫ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি (১৮৯৮-১৯৭৫)

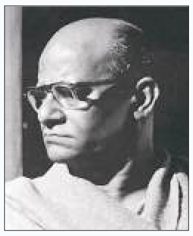

এদিন প্রয়াত হন। তাঁর কর্মনৈপুণ্যে পরাধীন দেশে ইউরোপীয় ভাস্করদের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ন হয়েছিল। মাদ্রাজ আর্ট কলেজে দীর্ঘ ২৮ বছর অধ্যক্ষ পদে ছিলেন। ললিতকলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ছিলেন ৭ বছর। ১৯৫৮-তে পদ্মভূষণ উপাধি পান। কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মূর্তি তাঁর তৈরি। এ ছাড়া পাটনায় শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ, মাদ্রাজের 'ট্রাইয়াম্ফ অফ লেবার' ইত্যাদি তাঁর ভাস্কর্য শৈলীর স্বাক্ষর বহন করছে।

১৯৩১ এ পি জে আবদুল কালাম (১৯৩১-২০১৫) এদিন রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জইনুল আবদিন, মা আশিয়াম্মা। ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি। ২০০২ সালে কালাম তৎকালীন ভারতের শাসক ও বিরোধী উভয় দলের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। লোকে বলত, 'পিপলস প্রেসিডেন্ট'। পাঁচ বছর রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকার পর তিনি শিক্ষাবিদ, লেখক ও জনসেবকের সাধারণ জীবন বেছে নেন। পাশাপাশি তিনি 'মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' রূপেও স্বীকৃত। কালাম বিশ্বাস করতেন, তাঁর জন্মভূমি একদিন বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠবে। স্বপ্ন দেখতেন, ভারত ২০২০-র মধ্যে 'নলেজ সুপারপাওয়ার' হিসেবে স্বীকৃত হবে। ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছিলেন কালাম।

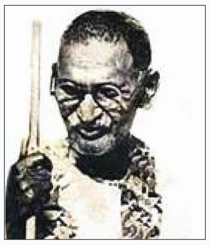

১৯৬২ অতুলচন্দ্র ঘোষ (১৮৮১-১৯৬২) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। আইন ব্যবসা ছেড়ে অসহযোগ, লবণ সত্যাগ্রহ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৭-এ লোকসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে বিহার সরকারের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নীতির সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মানভূমে বাংলা ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মুখ্যস্থপতি তিনি। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর জীবদ্দশায় লোকসেবক সংঘ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে কয়েকজন সাংসদ ও বিধায়ক লাভ করে।

১৯৩৪ চিনে শুরু হল লং মার্চ। ১০ হাজার মাইল হাঁটা পথে সফর। দক্ষিণ-পূর্ব চিন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি এই মার্চের ফলে সরে এল উত্তর-পশ্চিম চিনে। আর অবিসংবাদী নেতা হিসেবে উঠে এলেন মাও সে তুং।

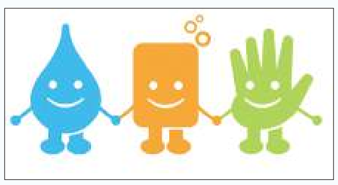

২০০৮ প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর এদিন থেকে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস পালিত হয়ে আসছে। জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দিবসটি পালন করা শুরু হয়। করোনা অতিমারির কারণে দিনটির তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছরের স্লোগান হল— 'আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই, এসো একসঙ্গে এগোই'।

পার্টির কর্মসূচি

■ ডেঙ্গি নিয়ে শহরের মানুষকে আরও সচেতন করতে এবং জমা জলে ডেঙ্গির লার্ভা রুখতে এলাকার নর্দমায় গাপ্পি মাছ ছাড়লেন শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান পারিষদ সন্তোষকুমার সিং।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২৬

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. কোনওরকমে কালক্ষেপ ৬. হাঁসফাঁস, ধড়ফড়ানি ৮. হাট-বাজার ৯. নাকাল ১০. বুদ্ধিদাতা মন্ত্রী ১২. অনুৎসাহী ১৩. (আল.) কিছুই না ১৫. সারদা মায়ের জন্মস্থান।

উপর-নিচ : ২. সমাধি থেকে জিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের উৎসব ৩. নাম ধরে ডাকা ৪. কষি, ডেরা ৫. ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট ৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সংগ্রহ ১১. ঠাট্টাতামাশা ১২. কিংবা, পক্ষান্তরে ১৪. খই।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২৫ : পাশাপাশি : ২.খ্যাংরাকাঠি ৫. মহব্বত ৬. নাচার ৭. পরিসীমা ৯. অমর্যাদা ১২. বিমনা ১৩. চাতুর্মাস ১৪. তখনকার। **উপর-নিচ:** ১.কামরূপ ২. খ্যাতনামা ৩. রামরহিম ৪. ঠিকানা ৮. সীমাবিহীন ৯. অনাচার ১০. দশাসই ১১. আলাত।

১৪ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭২৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৮৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৮৫৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৮৬	৮৮.২৬
ইউরো	১০৪.৩৭	১০২.২৩
পাউন্ড	১২০.০৮	১১৭.২৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অপরাজিতা আঢ্য

■ তৃণা সাহা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

মিরিক পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী ● সুখিয়াপোখরিতে দিলেন ত্রাণ

মিরিক-ধসে স্বজনহারাদের পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ডুয়ার্সের পর পাহাড়ে পৌঁছেও ধসবিধ্বস্ত এলাকা চষে বেড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। মিরিকে পৌঁছেই তিনি ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে ঢুকে খোঁজ নেন। কথা বলেন স্বজনহারাদের সঙ্গে। তাঁদের সান্ত্বনা দেন। আশ্বাস দেন দিদির মতো পাশে থাকার।

রবিবার পাহাড়ে পৌঁছনোর পরই আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় রিভিউ মিটিং করেছিলেন। সোমবার নাগরাকাটার পরে মঙ্গলবার মিরিকে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। হেঁটে ঘুরে দেখেন দুর্গত এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত-স্বজনহারাদের খোঁজ নিতে পৌঁছে যান বাড়ি-বাড়ি। তারপর ত্রাণ শিবিরে গিয়ে নিজে হাতে তুলে দেন ত্রাণ। মৃতদের পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য ও সদস্যদের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি। জানান, দুর্যোগে হারিয়ে যাওয়া নথির প্রতিলিপি দিতে খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক। সেখানেও যান মুখ্যমন্ত্রী। জানান, কারও কোনও নথি প্রয়োজন হলে হেল্প ডেস্কে যোগাযোগ করতে। মিরিকের একটি ত্রাণ শিবিরে কয়েকজন খুদে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নিজেদের আঁকা ছবি তুলে দেয়। তাদের আদর করে আঁকার খাতা, রং পেনসিল, টেডি বিয়ার দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিপর্যয়ের সময় স্বজনহারা পরিবার রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে অভিভাবকের মতো পাশে পেয়ে আপ্লুত।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লস্ট কেস

দুর্গাপুরে ধর্ষণের ঘটনা অনভিপ্রেত এবং ন্যক্কারজনক। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার, ফরেনসিক তদন্ত এবং তিনদিনের মধ্যে ডাক্তারি পড়ুয়ার বন্ধু গ্রেফতার। পুলিশ কোনওদিকে না তাকিয়ে কড়া হাতে তদন্ত পরিচালনা করছে। এই ঘটনাকে সামনে রেখে সস্তা রাজনীতি করতে নেমেছে বিজেপি। শুধু সস্তা বললে ভুল হবে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে মাটি হারিয়ে মরিয়া হয়েছে দুর্গাপুরের ঘটনাকে সামনে রেখে যদি কিছু ডিভিডেন্ড পাওয়া যায়। এই ডিভিডেন্ড পেতে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেল কোর্টে। গদ্দার অধিকারীদের করা জনস্বার্থ মামলার প্রত্যুত্তরে কোর্ট জানিয়ে দিল, বেসরকারি হাসপাতাল চত্বরে কোনও বহিরাগতকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। রোজই তিন-চারজন নেতা-নেত্রী তাদের চেলা-চামুণ্ডা এবং পেটোয়া সাংবাদিকদের নিয়ে গিয়ে ছবি তুলে প্রচারে থাকার চেষ্টা করে চলেছে। কোর্টের নির্দেশে বন্ধ হল। দেখা গেল কেউ কেউ ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ আনছে। হাস্যকর কথা। প্রত্যেকটি তদন্ত হচ্ছে। সিপি অগ্রগতির কথা জানাচ্ছেন। খুব শীঘ্রই হয়তো আসল অপরাধী কে তা জানা যাবে। তাহলে ধামাচাপাটা কোথায় দেওয়া হচ্ছে? গদ্দার রোজ বোমা ফাটানোর ভঙ্গিতে নানা কথা বলছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ফের দুর্গাপুরও লস্ট কেস হতে চলেছে বিজেপির, যেমন হয়েছিল আরজি কর।

ভুলটা কী বলেছেন জননেত্রী!

উত্তরবঙ্গের প্রবল বন্যার কারণে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। তাই নিয়ে চিন্তিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন ভুটানের কাছ থেকে। তাই নিয়ে মশকরা করতে কসুর করছে না শূন্যে পৌঁছানো সিপিএম, তাদের লেজুড় রাজ্য কংগ্রেসের একাংশ এবং গেরুয়া পার্টি। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে, কোন কথাটা ভুল বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠনে কেন ঢিলেমি করা হচ্ছে? জানতে চাওয়াটা কি অন্যায়? দীর্ঘদিন ধরে তিনি বলে আসছেন, ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন হোক। এবং সেখানে মেম্বার রাখা হোক বাংলাকে। কিন্তু আজও তা হয়নি। কেন? ভুগতে তো হচ্ছে আমাদের। বাংলাকে। রাজ্যের মা মাটি মানুষকে। দিল্লি তো এক পয়সা দেয় না। সব রাজ্য সরকারকে খরচ করতে হয়। বাংলার চাপে অবশ্য আগামীকাল দিল্লিতে বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে রাজ্যের অফিসার পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দাবি শুনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছেন, সেই রামরেড ফেবুজীবীর দল জেনে রাখুন, সমস্যাটা শুধু জল নয়, জলের সঙ্গে ভুটান থেকে প্রচুর ডলোমাইট চলে আসছে। এর জেরে শেষ হয়ে যাচ্ছে ডুয়ার্সের বনাঞ্চল থেকে চা-বাগান, এমনকী কৃষিজমিও। ভুটান থেকে নদীর জলের সঙ্গে বয়ে আসা ডলোমাইট ডুয়ার্সের যেসব জায়গায় জমে রয়েছে, সেগুলি দ্রুত তোলার ব্যাপারে আধিকারিকদের ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকথা কি জানেন নদীর উচ্চ অববাহিকা নিম্ন অববাহিকা নিয়ে বাত্তেলা করা হাফ প্যান্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিংবা 'ঘণ্টাখানেক সঙ্গে মাখন' বাবু? বোঝে এই নির্দেশের গুরুত্ব? বিপর্যয়ের পরই উত্তরের বিধ্বস্ত এলাকায় ছুটে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৬ অক্টোবর নাগরাকাটার কালিখোলায় দাঁড়িয়ে মৃতদের পরিবারের হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন ৫ লক্ষ টাকার চেক। বলেছিলেন, বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারপিছু একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। কথা দিলে যে রাখেন, গতকাল আরও একবার তা প্রমাণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বামনডাঙায় পৌঁছে দুর্যোগে মৃতদের পরিবারপিছু একজন সদস্যের হাতে তুলে দেন হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র। পাশাপাশি নিজের হাতে বিলি করেন ত্রাণ। বামনডাঙা মডেল ভিলেজ, টন্ডু গ্রামে ত্রাণ শিবিরে থাকা দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন। ঠিকমতো ত্রাণ মিলছে কি না জানতে চান। নাগরাকাটায় ডায়না নদীর উপর টানাটানি সেতু কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নিজে তা খতিয়ে দেখেন। বিপর্যস্ত এলাকা দ্রুত পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন। বিপর্যয়ে মিরিকের পর ডুয়ার্সের নাগরাকাটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বহু গ্রাম কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে।

— শঙ্কর ভট্টাচার্য, বেলেঘাটা, কলকাতা ১০

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কৃষিঘাতী বিদ্যাঘাতী বিজেপি দূর হটো

দেশে মরছে কৃষক, সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু কোনও কৃষক আত্মহত্যা করেননি। দেশে এক লক্ষেরও বেশি স্কুলে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। সর্বাধিক বেহাল দশা বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে। নারী নির্যাতনেও উত্তরপ্রদেশ শীর্ষে, আর গোটা দেশে এক লাফে নিগ্রহ বেড়েছে ১৫ শতাংশ। ওরা আবার বড় বড় কথা বলে কোন মুখে? প্রশ্ন তুলছেন **দেবু পণ্ডিত**

দুটি তথ্য। পুজোর রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই। আর এই দুটি তথ্যের সৌজন্যে বেআব্রু মোদির ভারত। দেশের উলঙ্গ চিত্র।

প্রথম চিত্র কৃষি সংক্রান্ত

ক'দিন আগেই চলে গেল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। আসছে দীপান্বিতা লক্ষ্মীপুজো। ধান্যে বসতে লক্ষ্মী। সেই ধানের জোগানদাতা কৃষক। অর্থাৎ, দেশের কৃষকরাই লক্ষ্মীর প্রকৃত উপাসক। আর সেই কৃষকদের কী অবস্থা মোদির ভারতে!

মাত্র এক বছরে আত্মহত্যা করেছেন বিজেপি শাসিত দেশের ১০ হাজারেরও বেশি কৃষক ও কৃষিশ্রমিক— যা দেশের মোট আত্মহত্যার ৬ শতাংশ! এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। পিছিয়ে নেই কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশও। কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যার নিরিখে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে এই দুই রাজ্য।

কোত্থেকে পাওয়া গেল এই তথ্য?

অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো' (এনসিআরবি)-র ২০২৩ সালের অপরাধমূলক বার্ষিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত রিপোর্টে এবার এমনই তথ্য উঠে এসেছে। এনসিআরবির রিপোর্ট বলছে, ২০২৩ সালে দেশে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত মোট ১০,৭৮৬ জন ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন, যার মধ্যে ৪,৬৯০ জন কৃষক এবং ৬,০৯৬ জন কৃষিশ্রমিক। যা দেশের মোট আত্মহত্যার সংখ্যা (১,৭১,৪১৮)-র ৬.৩ শতাংশ। এই ৪,৬৯০ জন কৃষকের মধ্যে ৪,৫৫৩ জন পুরুষ, ১৩৭ জন মহিলা। আর নিহত ৬,০৯৬ জন কৃষিশ্রমিকের মধ্যে ৫,৪৩৩ জন পুরুষ এবং ৬৬৩ জন মহিলা আত্মহত্যা করেছেন।

দেশের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে (৪,১৫১), যা কৃষিক্ষেত্রে মোট আত্মহত্যার ৩৮ শতাংশেরও বেশি। তৃতীয় স্থানে আর একটি বিজেপি শাসিত রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ (৭৭৭)। সাধারণত, কৃষিক্ষেত্রে আত্মহত্যাকে দু'টি পৃথক শ্রেণিতে ভাগ করে থাকে এনসিআরবি। এর মধ্যে একটি হল কৃষক আত্মহত্যা, যাঁরা কৃষিশ্রমিকদের সাহায্যে কিংবা তাঁদের সহায়তা ছাড়াই নিজস্ব জমিতে চাষ করেন। দ্বিতীয়টি হল, কৃষিশ্রমিক আত্মহত্যা, অর্থাৎ যাঁরা মূলত অন্যের জমিতে কাজ করেন এবং যাঁদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষিশ্রম। এই দুই মিলিয়েই ২০২৩ সালের তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করেছে ডবল ইঞ্জিন শাসিত মহারাষ্ট্র। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালেও দেশে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের আত্মহত্যার নিরিখে এগিয়ে ছিল এই রাজ্য। মোদি সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

এখনও এলাকার মহাজনদের উপর নির্ভর করতে হয় কৃষকদের। মাথায় চাপে ঋণের বোঝা, সঙ্গে চড়া সুদের হার। এত করেও শেষমেশ ফলন না হলে প্রায়শই চরম পদক্ষেপ করতে বাধ্য হন কৃষকরা। সুলভে শস্যঋণ, কৃষক আয় সহায়তা (পিএম-কিসান) প্রকল্প এবং সাশ্রয়ী মূল্যের শস্য বিমায় কৃষকদের ছবিটা যে মোটেই বদলায়নি, সেটা তথ্য-উপাত্তই বলে দিচ্ছে।

এবং এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় রাজ্যের দোষ দেখানো কুচুটে কুভেন্দু, হাফ প্যান্ট মন্ত্রী অবলাকান্ত প্রমুখ গেরুয়া জীবরা জেনে রাখুন, দেশের কিছু কিছু রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০২৩ সালে কৃষিক্ষেত্রে কোনও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে এনসিআরবি-র রিপোর্ট। এই রাজ্যগুলির তালিকায় জ্বলজ্বল করছে পশ্চিমবঙ্গের নাম।

লক্ষ্মী আরাধনার আদর্শ ভূমি এখনও এই পশ্চিমবঙ্গ।

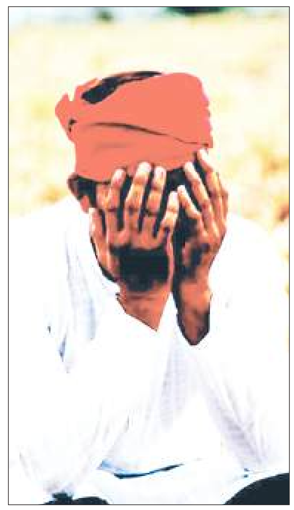

দ্বিতীয় চিত্র শিক্ষা সংক্রান্ত

কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে দেশে এক লক্ষেরও বেশি স্কুলে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। ওই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করে সাড়ে ৩৩ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া। এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের হিসাবে দেশে মোট ১,০৪,১২৫টি স্কুলে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। ওই স্কুলগুলিতে ৩৩,৭৬,৭৬৯ জন পড়ুয়া ভর্তি রয়েছে। অর্থাৎ, এই ধরনের প্রতিটি স্কুলে গড়ে ৩৪ জন করে পড়ুয়া পড়াশোনা করে।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুসারে, মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন, ডবল ইঞ্জিন শাসিত উত্তরপ্রদেশে এমন ধরনের স্কুল আছে ৯,৫০৮টি। যে যোগীরাজ্যের নিরন্তর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কাঁথির মেজ খোকা কুভেন্দু গদ্দারী সেই ডবল ইঞ্জিন শাসিত যোগীরাজ্যে একজন শিক্ষক নিয়ে চলা এই স্কুলগুলিতে রয়েছে ৬,২৪,৩২৭ জন পড়ুয়া। একজন শিক্ষক থাকা স্কুলগুলিতে গড় পড়ুয়ার নিরিখে সকলের আগে রয়েছে চণ্ডীগড়। সেখানে এই ধরনের স্কুলগুলিতে গড়ে ১,২২২ পড়ুয়া ভর্তি রয়েছে। তার পরেই রয়েছে দিল্লি। সেখানে একজন শিক্ষকে চলা স্কুলগুলিতে গড় পড়ুয়া সংখ্যা ৮০৮।

সুতরাং, কেবল লক্ষ্মী আরাধনার যোগ্যতা হারায়নি ডবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্যগুলো, সরস্বতী পুজোর অধিকারও হারিয়েছে তারা।

এদের আবার বড় বড় জ্ঞানের বুকনি!

পরিশেষে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রসঙ্গ। নারী নিরাপত্তার অনুজ্জ্বল ছবি ডবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্যে-রাজ্যে। নারী নির্যাতনে উত্তরপ্রদেশ শীর্ষে, দেশে এক লাফে নিগ্রহ বেড়েছে ১৫ শতাংশ, বলছে জাতীয় সমীক্ষা। এরপর পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের দিকে আঙুল তোলা দূর অস্ত, নারী সুরক্ষার অছিলায় ওদের নাটক করাও সাজে না।

যোগী শাসিত রাজ্যজুড়ে মহিলাদের জন্য বিশেষ 'পিঙ্ক বুথ' স্থাপন, মহিলা বিট কনস্টেবলের সক্রিয়তা, উইমেন হেল্পলাইন ১০৯০ নম্বর, ইভটিজিং রোখার জন্য অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড, রাস্তাঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি বৃদ্ধি প্রভৃতি সব পদক্ষেপই তো বিফলে যাচ্ছে। নানা ছুতোয় লঙ্কা গুঁড়ো এ-রাজ্যে যাঁরা বিতরণ করছেন তাঁরা বরং বড়বাজার থেকে গুঁড়ো লঙ্কা ভর্তি ট্রাক উত্তরপ্রদেশে পাঠান। কাজে দেবে।

টাকিতে বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বুরহানুল মুকাদ্দিন, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনে রাজ্যে এবার হেল্পলাইন পরিষেবা শুরু

প্রতিবেদন : জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের জটিলতা কাটাতে এবার পৃথক হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। নভেম্বরের মধ্যেই এই হেল্পলাইন পরিষেবা জনসাধারণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। প্রাথমিকভাবে 'ইন্টার‍্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স' প্রযুক্তির মাধ্যমে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করলেই নাগরিকরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেদের সমস্যার ধরন অনুযায়ী তথ্য ও দিকনির্দেশনা পাবেন। হেল্পলাইন থেকে ধাপে ধাপে সরাসরি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ, দলিল রেজিস্ট্রেশন, ই-ডিড জমা, সার্টিফায়েড কপি সংগ্রহ বা স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সরাসরি পরামর্শ পাওয়া যাবে।

রাজ্য অর্থ দফতরের অধীন ডাইরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউ জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সমস্ত কাজের মূল দায়িত্বে।

প্রথম পর্যায়ে হেল্পলাইনে ফোন করলে আইভিআর পদ্ধতিতে প্রাথমিক তথ্য দেওয়া হবে। পরে ধাপে ধাপে এই পরিষেবায় যুক্ত হবে অন্যান্য বিষয়। অর্থ দফতর জানিয়েছে, আমরা চাই মানুষ যেন সরাসরি সরকারের কাছ থেকেই সঠিক তথ্য পান। যাতে কোনও অসাধু দালালচক্র তাঁদের ভুল পথে চালাতে না পারে। নবান্নের এক সূত্রের দাবি, এই হেল্পলাইনের মূল লক্ষ্য সহজ, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পরিষেবা নিশ্চিত করা, যাতে মানুষ বাইরে কারও সাহায্য ছাড়াই সরকারি সহায়তা পান।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থায় একাধিক আধুনিক প্রযুক্তি চালু হয়েছে। ই-ডিড রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফায়েড কপি প্রদান সহ প্রায় সব পরিষেবাই এখন অনলাইনে পাওয়া যায়। পুরো ব্যবস্থাকে আরও স্থিতিশীল করতে সরকার ব্যবহার করছে 'মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার' প্রযুক্তি, যার ফলে কোনও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের সময়েও অনলাইন পরিষেবা বন্ধ রাখতে হচ্ছে না। রাজ্যের সরকারি পোর্টাল igr.wb.gov.in-এ নাগরিকরা জমি-বাড়ি সংক্রান্ত সব তথ্য ও পরিষেবা পেয়ে থাকেন। আগামী মাসের মধ্যেই এই পোর্টালেই প্রকাশ করা হবে নতুন হেল্পলাইন নম্বর। সরকারের আশা, এই পদক্ষেপের ফলে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, গতি ও নাগরিক আস্থা— তিনটিই বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

■ আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত কলকাতা পুরসভার এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও অন্যরা।

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপির 'পথের সাথী'তে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলন। বক্তা মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ছিলেন সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, জয়দেব হালদার, ব্লক সভাপতি সুপ্রিয় হালদার, যুব সভাপতি শামসুল আলম মির প্রমুখ।

■ বিধাননগরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র অনিতা মণ্ডল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমস্ত কাউন্সিলর। গরিব ও দুস্থ মহিলাদের শাড়ি বিতরণ করা হয়।

শীতল বায়ুর প্রবেশ

প্রতিবেদন: বর্ষা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই এবার হাওয়া বদল বাংলায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর স্থান এবার দখল করবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম শীতল হাওয়া। যদিও এখনও বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে না। কলকাতায় ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় আরও দু'-তিন ডিগ্রি কমতে পারে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, কলকাতায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা না নামলে শীতের আমেজ আসবে না। ডিসেম্বরের আগে কলকাতায় শীতের সম্ভাবনা কম।

ডেটিং অ্যাপে প্রতারণা, ধৃত ১৭

প্রতিবেদন : খাস কলকাতায় ডেটিং অ্যাপ চক্রের পর্দাফাঁস পুলিশের। মঙ্গলবার মিন্টো পার্ক এলাকা থেকে ১৬ জন মহিলা-সহ মোট ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, ব্যাঙ্কের নথিপত্র, রেজিস্টার, স্ক্রিপ্ট-সহ বেশকিছু জিনিসপত্র। পুলিশ সূত্রে খবর, ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয়ের পর সঙ্গ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত।

অনুদান অভিষেকের

প্রতিবেদন : ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘরবাড়ি হারিয়েছেন বহু মানুষ। ব্যাহত হয়েছে উত্তরের জীবন-জীবিকা। বন্যা-দুর্গতদের উদ্ধার ও তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রশাসন। দুর্গতদের তাৎক্ষণিক উদ্ধার, ত্রাণসামগ্রী পৌঁছনো ও সুদূরপ্রসারী পুনর্বাসনের জন্য সরকারের তরফে বাংলার মানুষের কাছে রাজ্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের তহবিলে সাধ্যমতো সাহায্যের আবেদন করা হয়েছে। আর রাজ্যবাসীকে পথ দেখাতে সেই ত্রাণ তহবিলে এবার ১ লক্ষ টাকা অনুদান দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সেই খবর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে অভিষেক লিখেছেন, এই কঠিন সময়ে প্রতিটি সহমর্মিতাই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সকলকে এগিয়ে এসে এই মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে যাঁরা সবকিছু হারিয়েছেন, সাধ্যমতো তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানাচ্ছি।

প্রশ্নের ধরন বদল

প্রতিবেদন: চলতি বছরে শুরু হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার। এবার প্রশ্নের ধরন বদল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় সেমিস্টারে শর্ট ও ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারে এমসিকিউ-ওএমআর ধরনের প্রশ্ন করার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রথম সেমিস্টারে এমসিকিউ-ওএমআর ধরনের প্রশ্ন হওয়ায় ও সাপ্লিমেন্টারি পদ্ধতির সুযোগ থাকায় নম্বর উঠছে ভূরি ভূরি। কিন্তু এই পড়ুয়ারাই যখন দ্বিতীয় সেমিস্টার দিচ্ছে বা চতুর্থ সেমিস্টার দেবে তখন অকৃতকার্যের সংখ্যা বেড়ে যাবে বলেই মত। তাই এই সমস্যা সমাধানে তিনটি বিকল্প পথের কথা ভাবা হয়েছে বলে জানান উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

দীপাবলির ছুটির পরেই ওবিসি মামলার শুনানি

প্রতিবেদন : শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানির কথা থাকলেও মঙ্গলবার সময়ের অভাবে ওবিসি সংরক্ষণ মামলার শুনানি করা সম্ভব হল না। তবে এদিন মামলার দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চে এই আর্জি জানান রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল। রাজ্যের আবেদনে সম্মতি দিয়ে প্রধান বিচারপতি জানান, দীপাবলির ছুটির পরে ৫ নভেম্বর ওবিসি সংরক্ষণ মামলার শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, এদিন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে ওবিসি সংরক্ষণ মামলার শুনানি কার্যত নির্ধারিত ছিল। তবে মামলার শুনানি-ক্রমাঙ্ক ছিল ৩৮। কিন্তু প্রধান বিচারপতির এজলাসে এদিন 'সিকোয়েন্স হিয়ারিং' করার জন্য ওবিসি মামলার শুনানির যথেষ্ট সময় ছিল না। আগে থেকেই তা বুঝতে পেরে রাজ্যের তরফে মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদন জানান হয়। যাতে সাড়া দেন প্রধান বিচারপতিও।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠক, সতর্ক জেলা প্রশাসন

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর: আগামী বছর ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা। তাই আগাম জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। মেলা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর মেলা অফিসে হল প্রশাসনিক বৈঠক।

এদিনের বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, উপস্থিত মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সহ সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি এবং একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। মেলার নিরাপত্তা, পরিবহণ, জনস্বাস্থ্য, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, আবাসন ও উপকূল সুরক্ষার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয় এই

■ গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠক। রয়েছেন মন্ত্রী, সাংসদ, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার।

সভায়। যাতায়াত ব্যবস্থা মসৃণ রাখতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নিয়েও তৈরি হয় প্রাথমিক রূপরেখা।

জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা জানান, পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আবহাওয়া এবং পরিবেশের কথা মাথায় রেখে সমস্ত ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। আগামীতে আরও কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে। এবারের মেলাকে আরও সুশৃঙ্খল ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকরা এদিন সাগরদ্বীপের সমুদ্র সৈকত পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি সাগরের উপকূলবর্তী একাধিক এলাকায় নদীভাঙন দেখা দিয়েছে। এই ভাঙনকবলিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ভাঙন প্রতিরোধের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও মেলার সময় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সৈকতের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, ভাঙন মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে মেলার কাজে কোনও বিঘ্ন না ঘটে।

রাজ্য
15 October, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূলের সভায় বোমাবাজির অভিযোগ। ভাঙড়ের পোলেরহাট ২ নম্বর অঞ্চলের ১০৫ নম্বর বুথের ঘটনা। ঘটনাস্থলে পোলেরহাট থানার পুলিশ। শুরু তদন্ত

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ খরচ রাজ্যের

প্রতিবেদন : শিশুদের পুষ্টি ও প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এবার এই কেন্দ্রগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বিদ্যুৎ বিল বাবদ প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে দেবে রাজ্য।

এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই নারী, শিশু এবং সমাজকল্যাণ দফতর থেকে রাজ্যের সব জেলাশাসকদের পাঠানো হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ১৯ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ সরকারি ভবনে, বাকিগুলি বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠনের ভাড়া নেওয়া স্থানে চলছে। যে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ণ হয়নি, সেখানে সংযোগের এককালীন খরচ বহন করবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত, পুরসভা বা জেলা প্রশাসন। বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের পর 'পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপ'-এ তথ্য আপলোড করা হলে, কেন্দ্রভিত্তিক বিদ্যুৎ বিল বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা করে রাজ্যের তরফে দেওয়া হবে। এই পদক্ষেপের ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের পুষ্টি, শিক্ষা ও সার্বিক সেবার মান আরও উন্নত হবে।

■ আসছে আলোর উৎসব। এজরা স্ট্রিটে বসেছে আলোর পসরা।

আজ কালীপুজো-বৈঠক

প্রতিবেদন : কালীপুজো ও দীপাবলিকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বুধবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শহরের সব কালীপুজো কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। উৎসবের দিনগুলিতে শহরে শব্দবাজি রুখতে কঠোর পদক্ষেপ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে মাইক বাজানোর সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ, দূষণ রোধ এবং প্রতিমা বিসর্জন সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রসঙ্গে পুজো কমিটিগুলিকে অবগত করা হবে। হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই দীপাবলির রাতে শব্দদূষণ রোধে ৯০ ডেসিবেল সীমা বেঁধে দিয়েছে।

দু'ঘণ্টা সবুজ আতশবাজি

প্রতিবেদন : আসন্ন কালীপুজো ও দীপাবলিতে মাত্র দুই ঘণ্টা সবুজ আতশবাজি পোড়ানোর অনুমতি দিল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র জানান, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী শুধুমাত্র সবুজ আতশবাজি ব্যবহার করা যাবে। কালীপুজো বা দীপাবলির রাতে ২০ অক্টোবর আতশবাজি পোড়ানো যাবে রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। অবৈধ আতশবাজির সরবরাহ রুখতে পর্ষদ ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ চেকপোস্ট ও নজরদারি অভিযান শুরু হয়েছে। কলকাতায় চারটি মেলায় প্রত্যয়িত সবুজ আতশবাজিই শুধু বিক্রি হবে।

বিমানের জরুরি অবতরণ

প্রতিবেদন : ফের মাঝ আকাশে বিপত্তি। ত্রিপুরার আগরতলা থেকে কলকাতাগামী বিমান উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই জরুরি অবতরণ আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ আগরতলা থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেয় ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। কিছুক্ষণ পরেই বিমানের বামদিকের ইঞ্জিনে একটি পাখি ধাক্কা দেয়। নিরাপত্তার কথা ভেবে বিন্দুমাত্র দেরি না করে পাইলটরা বিমানটিকে ফের আগরতলা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করান।

পাড়ায় সমাধানে আবেদনের ৭২ দিনে নতুন রাস্তা পেলেন সন্দেশখালিবাসী

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : পাকা রাস্তার দাবি ছিল এলাকাবাসীর। কথা ছিল ৯০ দিনের মধ্যে তৈরি হবে রাস্তা কিন্তু তার আগেই ৭২ দিনের মাথায় রাস্তা তৈরি করে তার উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। সন্দেশখালিতে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে রাস্তার কাজ হওয়াতে খুশির হাওয়া এলাকায়। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নজর কাড়ল সন্দেশখালি।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের বেরমজুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাজিখালি প্রাইমারি স্কুল থেকে গোপাল মোড় শ্মশানঘাট পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪৫২ টাকা। সেই কাজে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে নতুন রাস্তা করে জেলার মধ্যে এই প্রথম সন্দেশখালির নতুন রাস্তা উদ্বোধন করা হল।

বিধায়কের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালি দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ মল্লিক, সন্দেশখালি দু'নম্বরের বিডিও অরুণকুমার সামন্ত ও প্রশাসনিক কর্তারা। চলতি বছর এই রাস্তা করে দেওয়ার জন্য আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথম ৩০ দিন প্রোপোজাল, পরে ৩০ দিন স্ক্রুটিনি, পরের ৩০ দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ। অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ ছিল। ৯০ দিন মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ৭২ দিনের মাথায় নতুন রাস্তা পেলেন পাড়ার অধিবাসীরা।

■ সন্দেশখালির বেরমজুরে রাস্তার উদ্বোধনে বিধায়ক সুকুমার মাহাতো-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

দুর্গাপুর : ধর্ষণে যুক্ত একজনই

পুনর্নির্মাণের পর গ্রেফতার সহপাঠী

প্রতিবেদন : দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনার তদন্তে নয়া মোড়। গণধর্ষণ নয়, ধর্ষণে যুক্ত একজনই! মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানালেন আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী। দুর্গাপুরের মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণের ঘটনায় তদন্তে মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হল নির্যাতিতার সহপাঠী ওয়াসেফ আলিকে। এর আগে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এদিন দুপুরে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ওয়াসেফকে পরানগঞ্জ শ্মশান কালীমন্দির সংলগ্ন জঙ্গলের ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই রাতে হস্টেল থেকে বেরনোর পর দেড়ঘণ্টার মধ্যে কী কী ঘটেছিল, ঘটনার পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে তা বোঝার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা। আবার এদিন নির্যাতিতার সহপাঠীর জামাকাপড়ও সংগ্রহ করে ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে। তারপর বিকেলে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনারের অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে কমিশনার সুনীল চৌধুরী জানান, ৫ জন মিলে নয়, ধর্ষণ একজনই করেছে। কারণ, মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্টে নির্যাতিতার যৌনাঙ্গে একজনেরই বীর্য পাওয়া গিয়েছে। এখন প্রশ্ন, সেই বীর্য কার? তা জানতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

গত শুক্রবার রাতে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় প্রথম থেকেই পুলিশের নজরে ছিল নির্যাতিতা তরুণীর পুরুষ সহপাঠী। শনিবারই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিল পুলিশ। জানা গিয়েছে, মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা ওয়াসেফকে জেরায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। মঙ্গলবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের পরই তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়াও শনি ও রবিবার রাতে সন্দেহভাজন অভিযুক্ত হিসেবে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে অভিযুক্তরা কে কীভাবে জড়িত, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে নির্যাতিতার সহপাঠী সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। নির্যাতিতা তরুণীর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। দ্রুত আরও রহস্য উন্মোচিত হবে বলে আমরা আশাবাদী। অন্যদিকে, এদিন আরও দুই ধৃত শেখ নাসিরুদ্দিন ও শেখ রিয়াজউদ্দিনকে নিয়ে বিজাড়া গ্রামে তাদের বাড়িতেও যায় পুলিশ। ঘটনার সময় তারা যে পোশাক পরেছিল, পুলিশ তা উদ্ধার করে ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠায়। পাশাপাশি, নির্যাতিতা বর্তমানে তরুণী হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ছাত্রীর অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন।

■ মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে কমিশনার সুনীল চৌধুরী।

ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : দুর্গাপুরের মেডিক্যাল কলেজে বহিরাগত প্রবেশ বন্ধ করতে হবে! নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটকে কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ থুবড়ে পড়ল বিজেপির চক্রান্ত। জনস্বার্থ মামলার আড়ালে পুলিশের তদন্তাধীন বিষয়টিকে নিয়ে বিজেপির নোংরা রাজনীতির ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল আদালতের নির্দেশে। মঙ্গলবার এ-সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের নির্দেশ, ঘটনাস্থলে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজের অনুমতি ছাড়া কোনও ব্যক্তি কলেজ বা হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে না। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যাতে কোনও বহিরাগত ঢুকতে না পারে, পুলিশকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে।

দুর্গাপুর ঘটনায় জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। একটি মামলা দায়ের হয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। অপর মামলাটি করেছিল বিজেপি। দুর্গাপুর মেডিক্যাল কলেজের বক্তব্য, কলেজে পরীক্ষা চলছে। কিন্তু রোজই ১০০-১৫০ লোক ঢুকে পড়ছে। তাতে পরীক্ষায় অসুবিধা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারছে না। মঙ্গলবার বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের এজলাসে জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানিতে বাইরের লোক ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল। সোমবার বিজেপির পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায় দলের একাংশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবারও তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা-২ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় চাপা উত্তেজনা

উত্তরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হল বিজয়া সম্মিলনী

■ মঞ্চে সামিরুল ইসলাম, সাবিনা ইয়াসমিন, প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ।

বাংলার প্রতি অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না, হুঙ্কার সামিরুলের

মালদহ

সংবাদদাতা, মালদহ : উৎসবের আনন্দে ভরপুর পরিবেশে মঙ্গলবার বৈষ্ণবনগরে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী ও শারদ সম্মাননা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, বিধায়ক চন্দনা সরকার প্রমুখ। এদিন বৈষ্ণবনগর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটিকে শারদ সম্মাননা প্রদান করা হয়। তবে উৎসবের আনন্দের মাঝেই রাজনৈতিক বার্তাও দেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

সামিরুল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, বাংলাকে বঞ্চিত করা এখন বিজেপির নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়নের নাম করে বাংলার প্রাপ্য অর্থ আটকে রাখা হচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের অন্য রাজ্যে অপমান করা হচ্ছে। বাংলার গরিব মানুষের পেটে লাথি মারছে কেন্দ্র। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় প্রতিবাদের বার্তা। বিজেপি তথা কেন্দ্রের সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সামিরুল বলেন, বাংলার প্রতি এই অবহেলা আর চলবে না, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লড়াই চলবেই।

■ মঞ্চে মনোজ তিওয়ারি, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, মৃদুল গোস্বামী প্রমুখ।

ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রস্তাব দিলেন মনোজ

আলিপুরদুয়ার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের হামিল্টনগঞ্জে কালচিনি ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। তিনি জেলার ক্রীড়াপ্রতিভা নিয়ে বলেন, এখানে বিভিন্ন খেলাধুলোয় বহু খেলোয়াড় সুনাম অর্জন করেছেন। এই জেলায় বহু ভাল উঠতি ক্রিকেট খেলোয়াড় রয়েছে। তাঁদের স্বার্থে আগামী দিনে এখানে সরকারিভাবে একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তৈরি করা যেতে পারে। পাশাপাশি মনোজ বলেন, এই কালচিনি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বহু কাজ করেছেন। এলাকার উন্নয়নে জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের লাভ পেয়েছেন এই চা-বাগান ঘেরা ব্লকের মানুষ। দলীয় কর্মীদের মন্ত্রী নির্দেশ দেন আগামী বিধানসভায় এই আসনটি দিদিকে উপহার দিতে হবে। সরকারি প্রকল্পের লাভ কীভাবে এখানকার মানুষের জীবনযাপন বদলে দিয়েছে, তা বাড়ি বাড়ি প্রচার করে মানুষকে বোঝাতে হবে। তবেই কালচিনি আসনে জোড়া ফুল ফুটবে। ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী প্রমুখ।

■ মঞ্চে অভিজিৎ দে ভৌমিক, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, শুচিস্মিতা দেবশর্মা প্রমুখ।

কর্মীদের জমায়েতই ভরসা জোগাচ্ছে, বললেন অভিজিৎ

কোচবিহার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূল কংগ্রেস যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেই চেষ্টা করছে বিজেপি। এত বড় সাহস! আমরা চাইলে বিজেপির অঞ্চল অফিসে তালা ঝোলাতে পারি। উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়কের গাড়ি বাড়ি থেকে বের করা বন্ধ করতে পারি। কোচবিহারের উত্তর বিধানসভার বিজয়া সম্মিলনীতে এইভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। কোচবিহারের ঢাংটিংগুড়ি কাচুয়া বিদ্যালয়ে ছিল কোচবিহার দুই ব্লকের বিজয়া সম্মিলনী। ছিলেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, আব্দুল জলিল আহমেদ, শুচিস্মিতা দেবশর্মা, শুভঙ্কর দে, আশিস ধর, শম্পা ধর, সঞ্জীব সরকার প্রমুখ। অভিজিৎ বলেন, কোচবিহার দুই ব্লকের এই সভার মাঠে যেভাবে দলে দলে কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে ভিড় করেছেন, তা সত্যিই গর্বের। যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের উপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা রাখেন। আপনাদের হাত ধরেই উত্তর বিধানসভায় জয়ী হবে তৃণমূল। এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

নিহত দশ পরিবারের সদস্যকে নিয়োগপত্র

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ পরিস্থিতি দেখতে দ্বিতীয়বার গেলেন। প্রবল বৃষ্টি, বন্যা ও ধসে বহু ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে, প্রাণ গিয়েছে মানুষ এবং গবাদি পশুর। মুখ্যমন্ত্রী প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের জন্য ত্রাণ আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। সেইমতো আজ, মঙ্গলবার সুকিয়াপোখরিতে ব্লক অফিসে ১০ জন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যকে বিশেষ হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন। সঙ্গে ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাকাও দিলেন। এই পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। ওঁদেরই একজন রিনচান লামা মিরিকের ৬ নং ওয়ার্ডে ভূমিধসে তাঁর পরিবারের তিন সদস্যকে হারিয়েছেন। তিনি চেক ও নিয়োগপত্রের চিঠি পেয়ে বললেন, তিনি ভাবতেও পারেননি যে তিনি সরকারি চাকরি পাবেন। তিনিও বারবার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

ডিম-ভাত রান্না করে খেল চোর

প্রতিবেদন : অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী নবাব আলি বাড়ি ছিলেন না। সেই সুযোগ নিয়ে হানা দেয় চোরের দল। তারা ডিম-ভাত রান্না করে খেয়ে, এসি চালিয়ে আরাম করে ধীরেসুস্থে গয়নাগাটি ও টাকাপয়সা নিয়ে উধাও হল। মালদার মানিকচকে। সস্ত্রীক কলকাতায় যান নবাব। চোরের দলের দু'জন সোমবার গভীর রাতে ধরা পড়ে যায়। বাকি দু'জন চম্পট দেয়। সোনারুপোর গয়না মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার জিনিস ও লক্ষাধিক নগদ টাকা খোয়া গিয়েছে।

আমাদের পাড়া শিবিরে বুথভিত্তিক কাজে জোর

■ সুরেন্দ্রকুমার মিনার নেতৃত্বে চলেছে প্রশাসনিক বৈঠক।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে চলছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির। এখানে বুথভিত্তিক কাজের উপর জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিটি ব্লকে শিবির আয়োজিত হচ্ছে। এবারে এই শিবির ও দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে পথশ্রী, কর্মশ্রী সহ সকল প্রকল্পের কাজ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় আয়োজিত এই বৈঠকে জেলাশাসক ছাড়াও সকল অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি এবং জেলা আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ডেভেলপমেন্ট ও মনিটরিং কমিটির মিটিং অনুযায়ী খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। এর আগেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন জেলাশাসক। ইতিমধ্যে জেলায় প্রস্তাবিত ৮৪৪টি শিবিরের মধ্যে ৭৭৬টি শিবির সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ১০,২৯৫টি প্রকল্প ইতিমধ্যে অনুমোদন পেয়েছে। এ পর্যন্ত বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৯৮.৫ কোটি টাকা।

ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা সফল করতে প্রশাসনিক বৈঠক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সামনেই কোচবিহারের রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা। সেই রাসমেলাকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হল এক আলোচনাসভা। মঙ্গলবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে ল্যান্সডাউন হলে এই সভার হয়। ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা, জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অভিজিৎ দে ভৌমিক ও বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকরা। বৈঠকে রাসমেলাকে আরও সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরাপদভাবে আয়োজনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা ও দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে আলোচনা হয়।

■ জেলাশাসক দফতরে চলছে রাসমেলা নিয়ে বৈঠক।

জেলাশাসক বলেন, এই সভায় আমরা সমস্ত সরকারি দফতরের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করেছি, যাতে রাসমেলাকে সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করে তোলা যায়। চেয়ারম্যান ছিলেন, যা প্রমাণ করে মেলাটির প্রতি প্রশাসনের গুরুত্ব কতটা। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা শুধু জেলার নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি সাংস্কৃতিক প্রতীক। রাজ ঐতিহ্য বহনকারী এই মেলাকে ঘিরে প্রতিবছর কোচবিহারে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। অংশ নেন হাজার হাজার দর্শনার্থী ও ব্যবসায়ী। অসম-ভুটান ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা পণ্য নিয়ে আসেন। স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। প্রশাসনের উদ্যোগে এবারের রাসমেলা আরও সফল, নিরাপদ ও জনবান্ধব হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
15 October, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী

■ ঘাটাল টাউন হলে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া ও শিউলি সাহা, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মাইতি, সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি, আশিস হুদাইত, শংকর দলই, শান্তি টুডু-সহ জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী।

■ দাঁতন ২ ব্লকে উপস্থিত মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা, দাঁতনের বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান, নারায়ণগড়ের বিধায়ক সূর্য অট্ট, ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতেকার আলি প্রমুখ।

■ সাঁকরাইল ব্লকের আন্ধারী অঞ্চল যুব তৃণমূলের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে গ্রাম প্রাক্তন উপপ্রধান কৌশিক ঘোষ, অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার প্রধান ও সহ-সভাপতি সুকান্ত দলই-সহ কর্মী-সমর্থকরা।

বর্ধমান হাসপাতালে শিশুকে নিয়ে চম্পট

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান মেডিক্যালের বহির্বিভাগ থেকে মায়ের অসতর্কতায় ১৮ দিনের শিশুপুত্রকে মঙ্গলবার তুলে নিয়ে পালায় এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা। শিশুটির চিকিৎসার জন্য বীরভূমের নানুর থেকে সেলেফা খাতুন তাঁর মা হামিদা বিবিকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। শিশুটির বাবা সুজল শেখ ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন। প্রসূতি বিভাগের বহির্বিভাগে সেলেফা ও তাঁর মা শিশুকে নিয়ে বসে ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময়ই হলুদ রঙের চুড়িদার পরা এক মহিলা শিশুটিকে আদর করে কোলে নেন। দিদিমা ডাক্তার দেখাতে গেলে মায়ের অসতর্কতায় শিশুটিকে নিয়ে পালায় ওই মহিলা। সুজয়বাবু হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পে বিষয়টি জানান। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শিশু উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) দেবাশিস চক্রবর্তী ও বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস।

জঙ্গলমহলে চারে-চার হবে তৃণমূল হুলা পার্টি দিয়ে তাড়ান বিজেপিকে

সংবাদদাতা, বিনপুর : মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের বিনপুর ২ ব্লকের শিলদা শিবশক্তি কমিউনিটি হলে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিজেপিকে এক ইঞ্চিও জমি না ছাড়ার বার্তা দেন। জেলা তৃণমূল সভাপতি দুলাল মুর্মু বলেন, এই প্রথম কোনও বিজয়া অনুষ্ঠানে কুণালবাবুর মতো রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত রয়েছেন। গত নির্বাচনের মতো বিজেপিকে গুজরাটের রাস্তা দেখাতে হবে। এলাকায় সরকারের উন্নয়ন কাজ ও বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের উদাহরণ টেনে কুণাল বলেন, আগে এখানে রাস্তা ছিল না। রাস্তা হয়েছে। মেয়েরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী পাচ্ছেন। বিজেপি কিছুদিনের জন্য কিছু সংখ্যক মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে। আপনারা যদি একশো দিনের কাজ করে থাকেন, টাকা কে আটকে রেখেছিল? বিজেপি সরকার। টাকা কে দিয়েছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বিজেপি ধর্মীয় ভেদাভেদ ছড়িয়ে রাজনৈতিক লড়াইকে বিকৃত করছে। রাজনীতির লড়াই হচ্ছে রুটি, মকান আর কাপড়ের লড়াই। বিজেপি আসল লড়াই থেকে সরিয়ে আনতে চায়। এখানে পা রাখতে দেবেন না ওদের। ঝাড়গ্রামে এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়বেন না। এখানে চারে-চার হবে। ধানের গন্ধে যেমন হাতি এলে হুলা দিয়ে হাতি তাড়ানো হয়, সেরকম বিজেপি এলেই হুলা পার্টি দিয়ে বিজেপিকে তাড়াবেন। ওদের কাছে হিসেব চাইবেন বাংলার একশো দিনের কাজের ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা কোথায়? এবার নির্বাচনে বিরোধী দলনেতা থাকবে না, কারণ প্রয়োজনীয় বিধায়কই থাকবে না ওদের। শাসক এবং বিরোধী থাকবে তৃণমূলই। সম্মিলনীতে ছিলেন রাজ্য তৃণমূল সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাত, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী নিয়তি মাহাত, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, শিক্ষক নেতা লোকেশ কর-সহ জেলা তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

ঝাড়গ্রাম

■ ভিড়ে ঠাসা বিনপুর ২ ব্লকের বিজয়া মঞ্চে বক্তব্যরত কুণাল ঘোষ।

পুরুলিয়ার শিল্পতালুক থেকে বিজেপি বিদায়ের ডাক দিলেন জেলা সভাপতি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বদলে দিন বিধায়ক। আগামী বছর পুজোর উপহার হিসাবে রঘুনাথপুর বিধানসভা আসন তুলে দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে যখন এই আবেদন জানাচ্ছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, তখন উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। সেই সময় মঞ্চে ছিলেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক পূর্ণচন্দ্র বাউরি, গত বিধানসভা নির্বাচনে রঘুনাথপুরের তৃণমূল প্রার্থী হাজারি বাউরি, মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, যুব সভাপতি গৌরব সিং, মহিলা সভানেত্রী মিনু বাউরি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অজিত বাউরি প্রমুখ। শিল্পতালুকের উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন রাজীব। বস্তুত রঘুনাথপুর শিল্পতালুকে শিল্পায়ন নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই এখানে বেশ কয়েকটি শিল্প গড়ে উঠেছে। অথচ বিজেপি বা স্থানীয় বিধায়ক শিল্প নিয়ে পুরোপুরি উদাসীন। এমনকী বড়ন্তী পর্যটনক্ষেত্রের উন্নয়ন নিয়েও বিজেপি বিধায়কের ভূমিকা শীতল, বলেন সাঁতুড়ি ব্লক সভাপতি রামপ্রসাদ চক্রবর্তী। এদিন মঞ্চে রাজীব বলেন, বিজয়া সম্মিলনী শুধু শুভেচ্ছা বিনিময় নয়, ঐক্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়াও তৃণমূলের লক্ষ্য। আমরা সকলকে সম্মেলনে স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁর দাবি, মানুষের কথা তিনি মঞ্চে বলেছেন। যে বিধায়ককে এলাকায় দেখা যায় না তাঁকে কিছুতেই মানবে না শিল্পাঞ্চল। তাঁকে এবার বদলে দিন আপনারা।

■ রঘুনাথপুরের মঞ্চ থেকে বিজেপি বিদায়ের ডাক দিলেন রাজীবলোচন সরেন। রয়েছেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু-সহ জেলা নেতৃত্ব।

এগরা হাসপাতাল

হোমগার্ডকে মারধরে ধৃত ৪

সংবাদদাতা, এগরা : এগরা মহকুমা হাসপাতালে রোগীর পরিবারের হাতে আক্রান্ত হলেন পুলিশের হোমগার্ড ও হাসপাতালের এক নিরাপত্তারক্ষী। এই ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে প্রথমে দু'জন এবং পরে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, ধৃতরা প্রত্যেকেই পটাশপুর এবং এগরার বাসিন্দা। ধৃত কামরুল হোসেন এবং রাজশেখর মাইতিকে এদিন কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক

তাদের জেল হেফাজত দেন। বিকেলে গ্রেফতার হয় আরও দুই অভিযুক্ত শুভ পাইকার ও সোমনাথ দত্ত। এদের বুধবার আদালতে তোলা হবে। জানা যায়, এগরার আলংগিরির বাসিন্দা তপন প্রধানের দু'মাসের পুত্রসন্তান সাতদিনের জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। মঙ্গলবার সকালে তার মৃত্যু হয়। এরপর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে জোর করে হাসপাতালে ঢোকার চেষ্টা করে পরিবারের লোকজনেরা। বাধা দেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা হোমগার্ড সনজিৎ দাস। তাঁর ওপর চড়াও হয়ে পরিবারের লোকজন বেধড়ক মারধর করে।

পুকুরে আগুন!

সংবাদদাতা, বর্ধমান: গ্রামের পুকুরে দাউদাউ জ্বলছে আগুন। মুহূর্তে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা গ্রাম। মঙ্গলবার ভাতার থানার কালুত্তক গ্রামের ঘটনায় ছড়ায় আতঙ্ক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে আসে ভাতার থানার পুলিশও। তবে আগুন লাগার কারণ বুঝতে পারছে না কেউ।

মোহনবাঁশি নয়, চোঙা মাইকই অন্ন জোগায় দাসপুরের মোহনকে

প্রতিবেদন : আশি-নব্বইয়ের দশকে বহু সিনেমা বা বইয়ে সাইকেল বা রিকশায় চোঙা মাইক বেঁধে যাত্রা-সিনেমা-জলসা থেকে মিটিং-মিছিলের প্রচারের চল ছিল পরিচিত। সময় পাল্টেছে। দু'রঙা পোস্টার থেকে পরে রংচঙে ব্যানার-হোর্ডিং ক্রমে জায়গা করে নিয়েছে প্রচারের ক্ষেত্রে। কিন্তু বদলের এই বড়সড় স্রোতের মধ্যেও দিব্যি আজও টিকে আছেন ষাটোর্ধ্ব মোহন শী। তাঁর সাইকেলের সামনে বাঁধা চোঙা মাইকে নানা খবর পৌঁছে যায় গ্রামের নানা প্রান্তে। কারও মৃত্যুতে বাজার বন্ধ থাকা থেকে সরকারি শিবিরের প্রচারেও চোঙা ফুঁকতে দেখা যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের বাসিন্দা মোহনবাবুকে। তাঁকে দেখে বা গলা শুনে কয়েক দশক পিছিয়ে যান মানুষ। মোহনবাবুর কথায়, চোঙাধারী বিজ্ঞাপনকারীদের চাহিদা যখন তুঙ্গে ছিল, তখন থেকেই এই জীবিকায় আছেন তিনি। শুধু যাত্রা-সিনেমা নয়, রোড শো বা ভোটের প্রচারেও ডাক পড়ত তাঁর। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মাইকিং ছিল তাঁর জীবিকা। আজও সেই একই পেশায় রয়েছেন তিনি। কিন্তু আগের মতো কাজ আসে না বলে আক্ষেপও আছে। তিনি জানান, আগে এলাকায় কোনও কিছুর প্রচার মানেই আমার ডাক পড়ত। এখন ফোনেই সব সারে মানুষ। কখনও আবার রেকর্ড করা কথা বাজে মাইকে। এই মাইকের সঙ্গেই জড়িয়ে তাঁর জীবন। কখনও ঢ্যাঁড়া পিটিয়েও আজও প্রচার চালান তিনি। আজও কিছু জায়গায় দরকার পড়ে তাঁকে। যে সব গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট পৌঁছয়নি, সেখানে কিছু প্রচারে চোঙা মাইকই ভরসা।

দক্ষিণের জেলায় জেলায় বিজয়ামঞ্চে বিজেপি-বিরোধিতার জোয়ার, তৃণমূলে যোগদান

ধর্ষণ নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে বিজেপি, স্পষ্ট অভিযোগ শশী পাঁজার

সংবাদদাতা, আসানসোল : একটা ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। মঙ্গলবার আসানসোলের বারাবনিতে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে একথা সাফ জানালেন রাজ্যের শিশু ও নারীকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর স্পষ্ট প্রশ্ন, তৎপরতা নিয়ে ঘটনাটি তুলে ধরা ও অভিযুক্তদের পুলিশের অ্যারেস্ট করার বিরোধিতা কি করছে ওরা? কোনটার বিরোধিতা করছে বিজেপি? আমরা জানতাম যারা এরকম জঘন্য অপরাধ করে তাদের বিরুদ্ধে একটা বিল ছিল, অপরাজিতা বিল। সেটাকে রাজ্য সরকার আইন করতে চেয়েছিল। সেই বিলেরই বিরোধিতা করেছে বিজেপি। তাঁর অভিযোগ, বলেন, বিজেপি আসলে এই ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। আমরা জানি, বাংলায় যখন এরকম নির্যাতন হয় কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শাস্তিও হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় ও বিধায়ক হরেরাম সিং, ব্লক সভাপতি অসিত সিং-সহ অন্যরা।

■ বারাবনিতে বিজেপির তীব্র সমালোচনায় মন্ত্রী।

■ সিউড়ি ২ ব্লকে উপচে পড়া ভিড়ে তৃণমূল আইটি সেল প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য।

■ দাঁতন ২ ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জেলা পরিষদ প্রার্থী মাধবী সাউ-সহ প্রায় ৪০টি পরিবার ।

কাটা হাত নিয়ে নিজেই হাজির হাসপাতালে

প্রতিবেদন : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের এক হাত গেল ছিটকে। মঙ্গলবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া এলাকায় বাস ও পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে। রক্তাক্ত অবস্থায় নিজের কাটা হাত প্ল্যাস্টিকে মুড়িয়ে হাসপাতালে ছুটলেন মানিক মণ্ডল (৩০)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার সময় বাসের জানালা দিয়ে হাত বের করে বসেছিলেন তিনি। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা ট্রাকটি বাসকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর হাত কেটে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। মানিক মণ্ডলের বাড়ি গরিবপুর ফরাজিপাড়ায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন আরও দুজন যাত্রী বেলডাঙার আলামিন হক (২৮) এবং দোগাছির সান্তনা হালদার (৭২)। তাঁদের প্রথমে হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে হত ৭ পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য রাজ্যের

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ থেকে বেঙ্গালুরুতে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান বহরমপুর এবং হরিহরপাড়া থানা এলাকার ৭ পরিযায়ী শ্রমিক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু মুর্শিদাবাদ এসে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দেন। প্রসঙ্গত, প্রায় এক মাস আগে বহরমপুরের পাঁচ পীরতলা এবং হরিহরপাড়ার খিদিরপুর মিনারুল শেখ, জিয়াবুর শেখ, হাসান মণ্ডল, তাজিবুর শেখ, নুরজামাল শেখ ,সাফিজুল শেখ এবং জাহিদ আলি বেঙ্গালুরুর বিরুডি যান এক বহুতল নির্মাণের কাজে। ৬ অক্টোবর রাতে যখন তাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন সেই সময় ঘরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে বিস্ফোরণ ঘটায় ৭ জনই গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত কয়েকদিনে ৭ শ্রমিকেরই মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই রাজ্যের তরফে দেহ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী সুজিত বসু। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ ইউসুফ পাঠান, জেলার সাংগঠনিক সভাপতি অপূর্ব সরকার-সহ জেলা পুলিশের শীর্ষকর্তারা। মন্ত্রী বলেন, মর্মান্তিক এই ঘটনা জেলা নেতৃত্বের কাছ থেকে জানামাত্রই মুখ্যমন্ত্রী যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। প্রত্যেক পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে। নিহত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে সর্বদাই থাকব। মন্ত্রী কাশ্মীরে তুষারঝড়ে মৃত সেনা হরিহরপাড়ার পলাশ ঘোষের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করবেন।

■ মৃত শ্রমিকের পরিবারের হাতে চেক দিচ্ছেন সুজিত বসু।

পুলিশের জালে ছাত্রীদের গোপনাঙ্গ দেখানো নরাধম

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরা ছাত্রীদের গোপনাঙ্গ দেখানোর ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত সন্তোষ ওরফে বাবু বিশ্বাস। কয়েকদিন আগে টোটোয় বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন ছাত্রী। সেই সময় বাইক সওয়ারি সন্তোষ তাঁদের গোপনাঙ্গ দেখানোর পাশাপাশি অশ্লীল আচরণ ও কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। সামাজিক মাধ্যমে ছবি ছড়াতেই ওঠে নিন্দার ঝড়ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি। ১০ অক্টোবর এক ছাত্রীর করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার সকালে বহিলাপাড়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাড়ি থেকে টাকা তোলার অভিযোগে ২ এএসআইকে সাসপেন্ড পুলিশের

বীরভূম

সংবাদদাতা, বীরভূম : বীরভূম জেলা ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের আনাস আহমেদ সাংবাদিক বৈঠক করে মহম্মদবাজার থানার দুই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে পাথরের গাড়ি আটকে টাকা তোলার অভিযোগ করেন। এরপরেই কড়া পদক্ষেপ নিয়ে বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রীআমনদীপ সাসপেন্ড করলেন মহম্মদবাজার থানার দুই এএসআইকে। পুলিশ সুপার জানান, মঙ্গলবার বিকেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দুটি ভিডিও ভাইরাল হয়। আমার কাছেও পৌঁছায়। দেখা যায়, এএসআই শফিউল আলম ও কিরণ মন্ডল পুলিশের পোশাক পরে কিছুজনের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হবে। পুলিশ এই ধরনের কাজ কখনওই সমর্থন করে না। পাশাপাশি বীরভূম জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজে বিষয়টি পোস্ট করা হয় মানুষকে জানাতে। দুজনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অভিযোগ করে দলদাস হয়েছে পুলিশ। কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগকে বীরভূম জেলা পুলিশ নস্যাৎ করে দিল এই সিদ্ধান্ত। দুর্নীতির ক্ষেত্রে পুলিশ যে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলে মঙ্গলবার তা প্রমাণ করলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার। সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি বলেন, বাংলা একমাত্র রাজ্য যেখানে পুলিশ অপরাধ করলে তাকেও শাস্তি পেতে হয়। কারণ এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশের বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ পেয়েই পুলিশ সুপারের এহেন পদক্ষেপ প্রশংসার যোগ্য।

দূষণরোধে নদিয়ার প্রথম প্লাস্টিকের বর্জ্য দিয়ে রাস্তা

অর্ক দাস ● নদিয়া

প্লাস্টিকজাত বর্জ্য নির্মূলের লক্ষ্যে উন্নত দেশে প্লাস্টিকের বোতল ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণ হয়। এবার পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে। ভারতে প্রথম ২০২৩-এর মে মাসে পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ ব্লকে পরীক্ষামূলকভাবে ৩২০ মিটার পরিবেশবান্ধব রাস্তা নির্মাণ হয়। এবার সেই রাস্তার নদিয়ার অংশ শান্তিপুর ব্লকের গয়েশপুরের মানিকনগর গ্রামে বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর বিশেষ তৎপরতায় অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের আর্থিক সহায়তায় ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দে তিনটি রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু হল মঙ্গলবার। প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে চলা কাজ দেখতে আসেন বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী। সেখানে ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য-সহ বিপুলসংখ্যক এলাকাবাসী। আদিবাসী নৃত্য-সহ বিভিন্ন আতিথেয়তায়উৎসবের চেহারা নেয় গ্রাম। বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী রাস্তা প্রসঙ্গে বলেন, বিধায়ক হওয়ার আগেই শান্তিপুরের উন্নয়ন নিয়ে তাঁর নানা চিন্তাভাবনা ছিল।মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন প্রকল্পের সাহায্যে যা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভাল কিছু করার সময় মানিকনগরের কথাই প্রথম মনে পড়ে। রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের সহযোগিতায় মানিকনগরে এই রাস্তা-সহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন হয়েছে। জানা গিয়েছে,১০০০ কেজি প্লাস্টিক পরিশোধন করে ৫৫০ কেজি প্লাস্টিক দানা তৈরি করে সেটাই ব্যবহার হচ্ছে এই রাস্তায়।

■ গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী।

শব্দবাজির বিরুদ্ধে পুলিশের প্রচার

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : দীপাবলির আগেই বাজি বিক্রেতা ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। বিভিন্ন বাজার এলাকায় মাইকিং করে জানানো হয়, আদালতের নির্দেশ মেনে শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি (গ্রিন ক্র্যাকার্স) বিক্রি ও ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। পুলিশের পক্ষে স্পষ্ট বার্তা, পরিবেশ দূষণরোধে অবৈধ ও শব্দবাজি বিক্রি বা ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিভিন্ন বাজির দোকানে হানা দিয়ে দেখা হচ্ছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি মজুত আছে কিনা। ওসি নীলমাধব দলই জানান, আদালতের নির্দেশ মেনে গ্রিন ক্র্যাকার্স ব্যবহার করুন, অন্যদের সচেতন করুন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
15 October, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুত বাঁধের কাজ শুরু নোনাই নদীর উপর

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন্যা-বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের নির্দেশের দু'দিনের মাথায় তড়িঘড়ি আলিপুরদুয়ার শহরের ৩ নং ওয়ার্ডের নোনাই নদীর উপর

আলিপুরদুয়ার

১২০ মিটার বাঁধনির্মাণ শুরু করল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরের ৩ নং ওয়ার্ডে নোনাই নদীর ব্রিজের পাশে পুজো দিয়ে বাঁধনির্মাণের কাজ শুরু হয়। বিজয়ার পর কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মিষ্টিমুখও

বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে জোরকদমে।

করাতে দেখা যায় চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করকে। রবিবার আলিপুরদুয়ারের হাসিমারার নীলপাড়া ফরেস্ট কমিউনিটি হলে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেচ দফতরকে নির্দেশ দেন, নদী-সংলগ্ন বিভিন্ন বাঁধ সংস্কারের। জানা গিয়েছে, প্রতি বছর বন্যায় জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নোনাই নদীর পাশে থাকা ৩ নং ওয়ার্ডের প্রায় ২৫০টি পরিবার। প্রসেনজিৎ জানান, জিও সিন্থেটিক ব্যাগের মাধ্যমে এই বাঁধ নির্মাণ করা হবে। ব্যয় হবে ১৬ লক্ষ টাকা। যদিও নির্দেশের দু'দিনের মাথায় বাঁধ নির্মাণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেও পাকাপোক্ত পাথরের বাঁধের আর্জিও জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শিলিগুড়িতে হচ্ছে মেয়েদের নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পঞ্চম বর্ষে আয়োজন হতে চলেছে ডলি কুণ্ডু মেমোরিয়াল উইনার্স, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল রানার আপ ও প্রমোদকুমার ঘোষ মেমোরিয়াল ফেয়ার প্লে পুরস্কার-সহ মহিলা পরিচালিত নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্ট ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে হবে। প্রতিদিন দিনের বেলায় খেলা হবে। তবে ফাইনাল ম্যাচ রাতে।

টুর্নামেন্টে অংশ নেবে শিলিগুড়ি ও আশপাশের দশটি মহিলা পরিচালিত ফুটবল দল। যেগুলো বিভিন্ন কোচিং ও ক্লাবের হয়ে খেলে। প্রতিটি ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার দেওয়া হবে এবং ফাইনালে বিজয়ী দলকে নগদ পুরস্কার প্রদান করা হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ এই আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা। টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য, মূলত মহিলা পরিচালিত ফুটবল দলকে উৎসাহিত করা এবং খেলার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ানো।

কালীপুজোর আবেদনও অনলাইন পোর্টালে হবে

সংবাদদাতা, ইসলামপুর : এবছর থেকে দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোর আবেদনও অনলাইন পোর্টালে নেওয়া হবে। কালীপুজো, ছটপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রস্তুতি বৈঠকে এমনটাই জানালেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব। এদিনের বৈঠকে মহকুমা শাসক ছাড়াও ছিলেন ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, সব ক'টি ব্লকের বিডিও, থানার আইসি, দমকল ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাড়িতে বসেই অনলাইনে অনুমতির জন্য আবেদন করা সম্ভব এই পোর্টালে। ফলে সরাসরি অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই পোর্টালের মাধ্যমে পুজো কমিটিগুলি অনলাইনে আবেদন করতে পারে। এই সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেমের ফলে বিদ্যুৎ থেকে অগ্নিনির্বাপণ সব দফতরের অনুমতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটি সহজ হবে ক্লাবগুলির।

নেত্রীকে এক লক্ষের বেশি ভোটে জেতানোর অঙ্গীকার

(প্রথম পাতার পর)

বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই বহিরাগত-এসআইআর সহ একগুচ্ছ বিষয় নিয়ে বার্তা দেন নেত্রী। একইসঙ্গে এই সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি বলেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সম্ভবত ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিশ্চিতভাবেই তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের নিজেদের সবটুকু দিয়ে মাঠে নামতে হবে। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে বিজেপিকে হারাতে হবে। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানীপুর থেকে এক লক্ষ ভোটে আমরা জেতাব। চতুর্থবারের জন্য ফের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন আমাদের প্রাণপ্রিয় জননেত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। লক্ষ রাখতে হবে একজন বৈধ ভোটারেরও যেন নাম বাদ না যায়। গরিব মানুষদের সরিয়ে না দিয়ে আমরা সেই বস্তিতে বাংলার বাড়ি করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব শ্রেণির মানুষই থাকেন ভবানীপুরে। আমরা সব ধর্মের সব মানুষকে সঙ্গে নিয়েই চলি। এটাই বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি। সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে বলেন, সামনে কালীপুজো-দীপাবলি-ছটপুজো। সবটাই ভাল করে করতে হবে। মানুষের পাশে থাকতে হবে। এদিনের বিজয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন, মালা রায়, ইন্দ্রনীল সেন, দেবাশিস কুমার, মদন মিত্র, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাপিয়া সিং, সন্দীপ বক্সি, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ মজুমদার, দেবলীনা বিশ্বাস, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, রেহেনা খাতুন, অসীম বসু-সহ নানা ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ।

বাংলাই করতে পারে দ্রুত

(প্রথম পাতার পর)

বলেন, কেউ হতাশ হবেন না কারও কথায়। দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান। পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে আসুন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা কাউকে দয়া করছি না। মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়বদ্ধতা। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। স্বজনহারা পরিবারের একজনকে স্পেশ্যাল হোমগার্ডের চাকরি দিয়েছি। এদিনও সেই নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। যাঁরা ঘর-বাড়ি হারিয়েছেন, তাঁদের বাংলার বাড়ি তৈরি করে দিতে ১.২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। ল্যান্ডস্লাইড পরিষ্কার করে দ্রুত রাস্তা যাতায়াতের উপযোগী করে দিতেও নির্দেশ দেন তিনি। বলেন, দুধিয়ায় অস্থায়ী ব্রিজ সাতদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। স্থায়ী ব্রিজও করছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাহাড়-ডুয়ার্স পুনর্নির্মাণে কেন্দ্রের কোনও ভূমিকা নেই। আমরাই ত্রাণ দিচ্ছি, কমিউনিটি কিচেন চালাচ্ছি। লামাহাটার মতো পর্যটনকেন্দ্র নতুন করে সাজাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, যারা কিছু করে না, শুধু বড় বড় ডায়ালগ দেয়, বাংলার শুধু বদনাম করে, আমরা তাদের সঙ্গে নেই। আমরা আপনাদের, সাধারণ মানুষের সঙ্গে রয়েছি। সন্দেশখালিতে একটা সাইক্লোনে কত ঘর ভেঙে গেল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে কাজ শুরু করা হয়েছিল। পাহাড়-ডুয়ার্সেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছে রাজ্য। এটা একমাত্র আমাদের সরকার পারে, আর কেউ পারে না। এদিন নদী কমিশন নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ভুটানের ছাড়া জলে সব কিছু জলের তলায় চলে যাচ্ছে। বাংলার চাপে নদী কমিশন নিয়ে বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্র। ১৬ অক্টোবর বাংলার প্রতিনিধি যাবে সেই বৈঠকে যোগ দিতে।

বন্যার পর গবাদি পশুর চিকিৎসায় বিশেষ শিবির

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের বিধ্বস্ত জনজীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে তৎপর রাজ্য সরকার। বন্যার জলে বিপর্যস্ত কেবল মানুষ নয়, অসংখ্য গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণীও। এই সংকট মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার প্রমাণ করেছে, মানুষ হোক বা পশু, কেউই নজর এড়াবে না। বন্যাদুর্গতদের জন্য যেমন ত্রাণশিবিরে তিনবেলার খাবার, চিকিৎসা, ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন, তেমনি অবহেলিত হয়নি গবাদি পশুরাও। প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে শুরু হয়েছে

বিশেষ পশুচিকিৎসা ও খাদ্যবিতরণ ক্যাম্প। ক্যাম্পে উপস্থিত রয়েছেন অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। ভেটেরিনারি অফিসার অসীম সরকার জানান, প্রচুর গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে গ্রামে যেসব পশু বেঁচে, তাদের রক্ষা করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। বন্যাকবলিত প্রতিটি এলাকায় শিবির করে পশুদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। পশু চিকিৎসক ড. শামসুদ জামান বলেন, বন্যাপরবর্তী সময়ে পশুদের নানা সংক্রমণ ও চর্মরোগ দেখা দেয়। তাই শিবিরে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। সরকারের তরফে পশুর মালিকদের হাতে সরাসরি তুলে দেওয়া হচ্ছে পশুখাদ্য ও ওষুধ, যাতে তারা নতুন করে নিজেদের জীবনযাপন শুরু করতে পারেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

১১
১৫ অক্টোবর ২০২৫
বুধবার

15 October 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

ভূস্বর্গের কুপওয়ারায় যৌথবাহিনীর গুলিতে খতম দুই জঙ্গি। ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর জঙ্গিরা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে চ্যালেঞ্জ জানায় সেনা। শুরু হয় গুলির লড়াই। খতম হয় দুই সন্ত্রাসবাদী

খোদ দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রীকে গণধর্ষণের চেষ্টা!

সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ঘটনা ঘিরে তোলপাড়, এখন কী বলবেন বিজেপি নেতারা?

নয়াদিল্লি: দুর্গাপুরের ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে বিজেপি যখন মিথ্যাচারের খেলায় মেতেছে, বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে জনমনে, তখন বিজেপি শাসিত দিল্লিতেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে গণধর্ষণের চেষ্টা করা হল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক ছাত্রীকে। দিল্লির সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরেই যৌন নির্যাতনের শিকার হলেন ওই ছাত্রী। বি টেক প্রথম বর্ষের ছাত্রীটিকে একটি নির্মাণের জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে ৪ জন মিলে। পুলিশের কাছে নির্যাতিতা অভিযোগ জানিয়েছেন, সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে একটা জায়গা যেখানে নতুন নির্মাণ হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ চারজন তাঁকে ঘিরে ধরে তাঁর জামাকাপড়ও ছিঁড়ে দেয়। অভিযুক্তরা তাঁকে গণধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ জানান নির্যাতিতা। এই ঘটনা জানাজানি

হওয়া মাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে শুরু হয় স্লোগান। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জন ছাত্র এবং একজন নিরাপত্তারক্ষী। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃণমূল। প্রশ্ন তুলেছে, দুর্গাপুর নিয়ে যে বিজেপি এত কথা বলছে, নিজেদের শাসিত রাজধানীতে নাকের ডগায় এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় তারা নীরব কেন? যে নরেন্দ্র মোদি সওয়াল করে চলেন নারীশক্তির পক্ষে, তিনি এই ন্যক্কারজনক ঘটনা নিয়ে নির্বিকার কেন?

জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে ময়দানগড়ি থানায় এক ছাত্রী ফোন করে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ করলে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় ও তদন্ত শুরু করে। সোমবার বিকেল ৩টে নাগাদ ফোন পেয়ে পুলিশের একটি দলকে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে যৌন হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করে দিল্লি পুলিশ। কিন্তু পরে নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলে তাঁর বিস্তারিত বয়ান নিয়ে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগও দায়ের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। ছাত্রীর বক্তব্যের ভিত্তিতে, তার উল্লেখিত এলাকার ফুটেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা দেশগুলির মধ্যে আটটি দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বিদেশমন্ত্রকের অধীনে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে নিরাপত্তা এখন প্রশ্নের মুখে। দিল্লির আদর্শ নগর এলাকার একটি হোটেলে এক ব্যক্তির এমবিবিএস ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার কয়েকদিনের মধ্যেই ফের এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসায় গোটা রাজধানীতেই বিভিন্ন মহলে এখন নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমালোচনার ঝড় উঠেছে গেরুয়া সরকারের বিরুদ্ধে।

তৃণমূলের পথে বয়কট কংগ্রেসেরও

জেপিসি আসলে মোদি সরকারের মস্ত ভাঁওতা

নয়াদিল্লি: জেপিসির অপব্যবহার করছে মোদি সরকার। অদূর ভবিষ্যতে তারা আরও নাটক করতে পারে। সেই কারণেই জেপিসিকে একটা মস্ত ভাঁওতা বলছি আমরা। মঙ্গলবার রীতিমতো চাঁচাছোলা ভাষায় এই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তৃণমূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংবিধান সংশোধনী বিল সংক্রান্ত জেপিসি বয়কটের সিদ্ধান্ত নিল এবার কংগ্রেসও। পাঁচ বছরের বেশি সাজা হতে পারে এমন অভিযোগে ৩০ দিনের বেশি জেলে থাকলে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের পদ ছাড়তে হবে— এই অসাংবিধানিক তিনটি বিল সংক্রান্ত জেপিসি গঠন করতে গিয়ে এবার চূড়ান্তভাবে ব্যাকফুটে মোদি সরকার। সংসদের বাদল অধিবেশনে এই বিল যখন পেশ করেছিল মোদি সরকার, সেই সময়েই সবার আগে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল সহ বিরোধী শিবিরের চাপের মুখে বিল তিনটিকে পর্যালোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল সরকার পক্ষ। এর পরে বিরোধী শিবিরের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ২৩ অগাস্ট সবার আগে তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছিল যে তারা সরকার প্রস্তাবিত জেপিসি বয়কট করছে। কারণ সরকারের পুরো পদক্ষেপটাই ভাঁওতা। সরকার আসলে বেকারত্বের মতো জ্বলন্ত ইস্যু থেকে সবার নজর ঘোরাতে চাইছে, সাফ জানিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। এই সময়েই তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়ে সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, শিবসেনা(উদ্ধব গোষ্ঠী), আরজেডি জানিয়ে দেয় তারাও জেপিসি বয়কট করছে। তখন কংগ্রেস কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। অবশেষে তৃণমূলের পথে হেঁটেই এবার কংগ্রেসও জানিয়ে দিল যে তারা অসাংবিধানিক বিলকে কেন্দ্র করে সরকারের প্রস্তাবিত জেপিসি বয়কট করছে। তাদের দলের ৩-৪ জন সাংসদ এই জেপিসিতে যোগ দেবেন না। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের পরে বিরোধী শিবিরের ১০-১১ জন প্রতিনিধি জেপিসি বয়কট করলেন। এর ফলে ৩০ জনের প্রস্তাবিত জেপিসি গঠন নিয়ে চূড়ান্ত সংকটে এবং গভীর অস্বস্তিতে মোদি সরকার। উল্লেখ্য, দেরিতে হলেও কংগ্রেসের জেপিসি বয়কটের এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ করে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, আমরা সবাই বিজেপি এবং আরএসএসকে হারানোর জন্য একজোট হয়ে চেষ্টা করছি। এটা টিম ওয়ার্ক। তবে মাথায় রাখতে হবে এই দলগুলির মধ্যে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই কংগ্রেসের শরিক নয়।

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ভূস্বর্গ, খতিয়ে দেখলেন সাংসদরা

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়াদিল্লি

পহেলগাঁওয়ের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভূস্বর্গ কাশ্মীর। উপত্যকার মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর এই লড়াই সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৩ জন সদস্য। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ১২ জন সরকারি আধিকারিকও। সাতদিন ধরে পহেলগাঁও, বৈসরন উপত্যকা, শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সময়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্যরা। মঙ্গলবার দিল্লিতে ফিরে এক বৈঠকে তাঁদের সিদ্ধান্ত, কাশ্মীর সফর সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারের সব মন্ত্রকের কাছে পেশ করবে এই সংসদীয় কমিটি। জঙ্গি হামলার ধাক্কা কাটিয়ে কাশ্মীরের পর্যটন-সহ অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নে কী কী করণীয়, সেই সব খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁরা সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন। জানালেন বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সন, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। তাঁর কথায়, কাশ্মীরের মানুষ কী চাইছেন, তাঁদের সর্বস্তরের কী সমস্যা, সেই বিষয়ে তাঁরা সবিস্তারে আমাদের খুলে বলেছেন। পশমিনা, আপেল, জাফরান এবং পর্যটন শিল্প নিয়ে কাশ্মীরের মানুষের সমস্যা এবং চাহিদার কথা শুনে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করছি আমরা। এই রিপোর্ট পেশ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আমরা দেখেছি, কাশ্মীরে আগের তুলনায় ভয় কেটেছে। পহেলগাঁওতে অবশ্য এখনও অন্যান্য রাজ্যের পর্যটকরা যাচ্ছেন না। তবে সেখানে কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা যাচ্ছেন। আমরা চেষ্টা করব আমাদের রিপোর্টের মাধ্যমে কাশ্মীরের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার।

সংসদীয় সূত্রের দাবি, বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে মঙ্গলবার স্থির হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপিয়ে দেওয়া শুল্ক নিয়ে মোদি সরকারের অবস্থান জানতে চাইবে কমিটি। এই প্রসঙ্গে তলব করা হতে পারে সরকারের শীর্ষ আমলাদেরও।

আসন ভাগাভাগি নিয়ে জট কাটল না বিহারে

নয়াদিল্লি: এনডিএ শিবিরে বিহার নির্বাচনে শরিক দ্বন্দ্ব নিয়ে জেরবার নীতীশ-বিজেপি। যতই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই সমস্যা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক, জিতেন রাম মাজি ও উপেন্দ্র কুশওয়াহার মতো বিহারের অভিজ্ঞ নেতাদের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। এদিকে কংগ্রেসের অবস্থানের জেরে বিহার বিধানসভা ভোটের আসন রফা নিয়ে বড়সড় জটিলতা তৈরি হয়েছে বিরোধী শিবির মহাগঠবন্ধনে। এখনও পর্যন্ত তেজস্বী-রাহুলরা আসনরফা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। কংগ্রেস ৬৫টি আসন দাবি করেছে। এই দাবি পুরোপুরি অন্যায্য বলে পাল্টা জানিয়েছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বড়জোর কংগ্রেসকে ৫০-৫৫টি আসন দেওয়া যেতে পারে বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তেজস্বী। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক না করেই পাটনা ফিরে গেছেন তিনি।

যোগীরাজ্যে করবা চৌথের রাতে 'নিখোঁজ' ১২ নববধূ

আলিগড়: সত্যিই উধাও, নাকি সুপরিকল্পিত প্রতারণা? নেপথ্যে ঘটকচক্র? বিজেপি শাসিত যোগী রাজ্য থেকে করবা চৌথের রাতে রহস্যজনকভাবে 'নিখোঁজ' ১২ নববধূ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুমধাম করে করবা চৌথের ব্রত উদযাপনের পর উত্তরপ্রদেশের আলিগড় শহরের সাসনি গেট থানা এলাকার একটি পরিবারে রাতের খাবার খেয়ে সকলে যখন ঘুমোতে যান যে যার বাড়িতে, ঠিক সেই সময় সবমিলিয়ে ১২ জন সদ্য বিবাহিত বধূ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান বলে খবর। বাড়ির নগদ অর্থ, সোনা-রুপোর গয়না ছাড়াও বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস উধাও। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে আরও চার পরিবারে। তদন্ত শুরু পুলিশের। সাসনি গেট থানার পুলিশের ধারণা, ওই মহিলারা পালিয়ে গেছেন। তাঁদের বাড়ির লোকেদের বক্তব্য, খাবারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মেশানো থাকতে পারে। প্রত্যেকের মোবাইল ফোনও বন্ধ।

রাজস্থানে যোধপুর-জয়সলমের সড়কে চলন্ত বাসে আগুন, হত অন্তত ২১

জয়পুর: মর্মান্তিক! রাজস্থানের জয়সলমের-যোধপুর জাতীয় সড়কে চলন্ত বাসে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন অন্তত ২১ জন যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বেলা ৩টে নাগাদ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫৭ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি জয়সলমের থেকে যাত্রা শুরু করার পরে সম্ভবত শর্টসার্কিটের কারণে ধোঁয়া বেরতে থাকে বাসের ভিতরে। বাসের চালক বিপদ বুঝে দ্রুত বাসটি থামিয়ে দিলেও শেষরক্ষা হয়নি। নিমেষের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাসে।

দেশ বিদেশ

15 October, 2025 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সোমবার গভীররাতে মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে ৬০ মাওবাদী সদস্যকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন নিহত মাও নেতা কিষেণজির ভাই মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও (সোনু)। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের হাতে খুন হয়েছেন এক বিজেপি নেতা

কী চলছে বিজেপির হরিয়ানায়?

পুলিশকর্তার আত্মহত্যার তদন্ত চলাকালীন বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে আত্মঘাতী তদন্তকারী অফিসারও

হরিয়ানা: হরিয়ানার আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যার তদন্তে বিস্ফোরক মোড়! এবার আত্মঘাতী খোদ তদন্তকারী অফিসার। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পূরণ কুমারের একটি দুর্নীতি মামলার তদন্ত করছিলেন এএসআই সন্দীপ কুমার লাথের। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সার্ভিস রিভলভারে আত্মঘাতী হওয়া পূরণের বিরুদ্ধে এক ভিডিও বার্তায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার আত্মঘাতী হলেন সন্দীপ। পরপর দুই পুলিশকর্তার অস্বাভাবিক মৃত্যু বিজেপি শাসিত হরিয়ানার প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিল। রাজ্যের বিরোধীরা বলছেন, হরিয়ানার প্রশাসনে দুর্নীতির

এএসআই সন্দীপ কুমার   এডিজি পূরণ কুমার

চক্র কীভাবে সরকারি আধিকারিকদের অনিয়মের নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে, পূরণ কুমার ও সন্দীপ কুমারের পরপর মৃত্যু তারই উদাহরণ। হরিয়ানার এডিজি পূরণ কুমার তাঁর সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ তুলেছিলেন খোদ রাজ্যের ডিজি ও এক পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে ডিজিকে ছুটিতে পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিকে আবার এদিন যে এএসআইয়ের দেহ উদ্ধার হয়েছে তিনি তাঁর সুইসাইড নোটে উল্লেখ করেছেন, আত্মঘাতী এডিজি পূরণ কুমারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির কথা। মৃত পুলিশকর্মী সন্দীপ কুমার লাথের সেই নোটে বলেছেন,দুর্নীতি ধরা পড়ার ভয়েই আত্মহত্যা করেছেন এডিজি। পূরণ কুমারের আত্মহত্যার পর এবার তিনি গ্রেফতার হতে পারেন বলে আশঙ্কা করেছিলেন সন্দীপ। সব মিলিয়ে দুই পুলিশকর্তার মৃত্যুর পর বিরাট চাপে বিজেপি রাজ্য প্রশাসনের অন্দরমহল।

ঢাকার পোশাক কারখানায় আগুন, মৃত ১৮, নিখোঁজ বহু

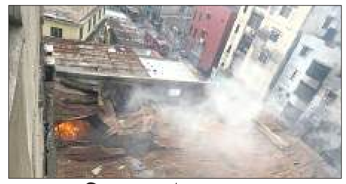

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মিরপুর এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে একটি পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুনে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকজন ভিতরে আটকে রয়েছেন বলে মনে করছেন দমকলকর্মীরা। শ্রমিকদের অনেকের খোঁজ মিলছে না। আহতদের কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ঢাকা পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে চারতলা একটি পোশাক কারখানা এবং এর লাগোয়া একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুন লাগে।

মধ্যপ্রদেশের রাস্তায় 'বিকশিত ভারত'-এর নমুনা! বিজেপিকে তুলোধোনা তৃণমূলের

মধ্যপ্রদেশ: বিজেপি রাজ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর নমুনা তুলে ধরল তৃণমূল। ফাঁকা আওয়াজ এবং মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ফল ভুগছে বিজেপি শাসিত রাজ্যের আমজনতা। মধ্যপ্রদেশের রাস্তায় একের পর ধসের ছবি তুলে ধরে ডবল ইঞ্জিনের নমুনা দেখাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।

প্রসঙ্গত, মোদি জানিয়েছিলেন মহাকাশে উপগ্রহগুলি কড়া নজর রাখছে ব্রিজ ভেঙে পড়া, রাস্তায় ধস নামার উপর। যাতে মানুষকে দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হতে হয়। কিন্তু তারপরেও ডবল ইঞ্জিন মধ্যপ্রদেশে একের পর এক ব্রিজ ভাঙছে, ধস নামছে রাস্তায়। সোমবার বিকেলে মধ্যপ্রদেশের একটি রাস্তার একটি বিরাট অংশে ধস নেমেছে। ফলে ৩০ ফুট গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়। যে ছবি সামনে এসেছে তা ভয়াবহ। এই ঘটনায় ফের বিজেপিকে একহাত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার সময় কোনও যানবাহন যাতায়াত করছিল না ওই রাস্তা দিয়ে। না হলে বড়

দুর্ঘটনা ঠেকানো যেত না। রিটেনিং ওয়াল ভেঙে পড়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে, যা ১০ বছরেরও আগে নির্মিত সেতুর অবস্থা এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে নির্মাণের মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভোপাল পূর্ব বাইপাসের বিলখিরিয়া গ্রামের কাছের রাস্তাটি মধ্যপ্রদেশ সড়ক উন্নয়ন কর্পোরেশনের (এমপিআরডিসি) আওতাধীন, যা ইন্দোর, হোশঙ্গাবাদ, জবলপুর, জয়পুর, মন্ডলা এবং সাগরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিকে সংযুক্ত করে। প্রায় ১০০ মিটার রাস্তা ধসে পড়েছে, যার ফলে ৩০ ফুট গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে।

এই ঘটনায় বিজেপিকে আক্রমণ করে তৃণমূল কংগ্রেস এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, ডবল ইঞ্জিন মধ্যপ্রদেশে আবারও রাস্তায় ধসের ঘটনা। বিজেপির মিথ্যে আশ্বাস সাধারণ মানুষকে বহন করতে হচ্ছে। অথচ, নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে চলেছেন যে মহাকাশ প্রযুক্তি সক্রিয়ভাবে রাস্তাঘাট পর্যবেক্ষণ করছে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এই উপগ্রহগুলি কীভাবে ভেঙে পড়া সেতু, ভেঙে পড়া রাস্তা এবং নাগরিকদের মুখোমুখি হওয়া প্রকৃত বিপদগুলিকে উপেক্ষা করে তা ভাবতে বাকি রয়েছে।

তথাকথিত 'বিকশিত ভারত'-এর প্রচার কেবল প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং ছবি তোলার জন্য। বারবার বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সেতু এবং রাস্তা ভেঙে পড়ে, তবুও অবহেলা, ফাঁকা প্রতিশ্রুতি এবং অনুপস্থিত জবাবদিহিতার চক্র অবিরামভাবে অব্যাহত রয়েছে।

ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল দিতে ফের সওয়াল ইজরায়েল, পাকিস্তানের

তেল আভিভ ও ইসলামাবাদ: গাজা শান্তিচুক্তি কার্যকর হওয়ার পর ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ শেষ বলে সোমবারই ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই প্রসঙ্গে ফের একবার তিনি দাবি করেছেন, এই নিয়ে দুনিয়ার আটটি যুদ্ধ তিনি থামিয়েছেন। গত কয়েকমাস ধরে বিশ্বের শান্তিরক্ষায় নিজের কূটনৈতিক কৃতিত্বের স্বীকৃতি চেয়ে নিজেই নিজের হয়ে শান্তির নোবেল পুরস্কারের সওয়াল করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এযাত্রায় শিকে না ছিঁড়লেও ট্রাম্পের হয়ে নোবেল চেয়ে ফের গলা মেলাল ইজরায়েল ও পাকিস্তান। সোমবার ইজরায়েলের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানান, আগামী বছর যাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারেন, সেই কারণে গোটা বিশ্বে দৌত্য চালাবে ইজরায়েল। একইসঙ্গে ইজরায়েলের সর্বোচ্চ পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী। শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ট্রাম্পের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে সোনার পায়রা তুলে দেন নেতানিয়াহু। সোমবার ইজরায়েলের আইনসভায় হামাসের হাতে বন্দি ইজরায়েলিদের আত্মীয় এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্প। ইজরায়েল সফর শেষ করেই মিশরে গাজা সংক্রান্ত শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এদিকে ইজরায়েলের পাশাপাশি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করতে চান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও। সোমবার মিশরের শর্ম-আল-শেখ শহরে 'গাজা শান্তি সম্মেলন' থেকে সেই বার্তাই দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ থামানো নিয়ে ট্রাম্পের দাবি নয়াদিল্লি বারবার অস্বীকার করলেও শুরু থেকেই তা মেনে নিয়েছে ইসলামাবাদ। বাস্তবতা না থাকলেও ওই সংঘর্ষবিরতিতে মার্কিন মধ্যস্থতার দাবি স্বীকার করে নিয়েছে তারা। এজন্য আগেও ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিল ইসলামাবাদ। ফের আগামী বছর ট্রাম্পের জন্য শান্তির নোবেলের সুপারিশ করল ইজরায়েল ও পাকিস্তান।

রাজ্যের অধিকারে ইডির হস্তক্ষেপ কেন? প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: রাজ্যের অধিকারে ইডি কেন হস্তক্ষেপ করবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে ১,০০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে ইডি। সেই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্ট এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) কার্যকারিতা এবং এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই তদন্তের মাধ্যমে রাজ্য পুলিশের অধিকারে ইডি হস্তক্ষেপ করছে কি না সেই বিষয়ে জানতে চায় শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। প্রধান বিচারপতি গাভাই প্রশ্ন করেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কী হবে? আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে কে? এটি কি মামলা তদন্ত করার বিষয়ে রাজ্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ নয়? যখনই আপনার সন্দেহ হবে যে রাজ্য তদন্ত করছে না, তখনই কি আপনি সেখানে যাবেন? প্রসঙ্গত, এর আগে মে মাসে শীর্ষ আদালত মার্কেটিং কর্পোরেশনের সদর দফতরে ইডির অভিযান নিয়ে কড়া মন্তব্য করে মানি লন্ডারিং তদন্তের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তামিলনাড়ু সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে এই হস্তক্ষেপ করা হয়। রাজ্যের পক্ষে বরিষ্ঠ আইনজীবী কপিল

সিব্বল প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে একটি সরকারি কোম্পানিতে অভিযান চালানো যায়, বিশেষত যখন মার্কেটিং কর্পোরেশন নিজেই প্রাথমিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের ওপর অভিযানের সমালোচনা করে বলেন, অধিকাংশ এফআইআর ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। সিব্বল প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট অনুযায়ী ইডিকে রাজ্য পুলিশের সাথে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার কথা বলেন। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষে বরিষ্ঠ আইনজীবী মুকুল রোহতগি ইডি-কর্তৃক ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি উত্থাপন করে এটিকে অনুচ্ছেদ ২১ এবং গোপনীয়তার অধিকারের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে, ইডির পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু এই মামলায় বিস্তৃত দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশনে প্রায় ৪৭টি এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে এবং মদের দোকান ও বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতি রয়েছে। তিনি দাবি করেন যে এটি কেবল আইন-শৃঙ্খলার বিষয় নয়, বরং মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ। দুর্নীতিবাজরা রাজ্যের দ্বারা সুরক্ষিত এবং ইডির অফিস রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছিল। শুনানির এক পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, গত ৬ বছরে আমি ইডির অনেক মামলা দেখেছি। কিন্তু আমি কিছু বলতে চাই না, নতুবা এটি আবার সংবাদমাধ্যমের ইস্যু হবে। এই মামলার শুনানি এখনও চলছে এবং এর রায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির এক্তিয়ারের সীমানা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছে আইনিমহল।

এক চামচ নিমপাতা বাটার সঙ্গে এক চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে শিশুর ত্বকে মাখিয়ে ১৫ মিনিটের মতো রেখে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। দেখুন ত্বকের অ্যালার্জি গায়েব। সপ্তাহে তিনদিন এই যত্ন নিন

শিশুকে স্নেহের চুমু! চর্মরোগের বিপত্তি

ছোট্ট শিশুকে কে না ভালবাসে! কত সোহাগ, কত আদর, স্নেহের চুম্বনে ভরিয়ে দেয় বড়রা আর সেই ভালবাসার আবরণে লুকিয়ে থাকে তীব্র সংক্রমণের ভয়— কী করে? লিখলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

ফুলের মতো নরম গাল,
মায়ায় ভরা কচি খেয়াল—
তাকে দেখে, হৃদয় ডাকে,

চুমু খেতে ইচ্ছে জাগে। শিশুকে চুমু খাওয়া একটি স্বাভাবিক ভালবাসার প্রকাশ। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, এমনকী অপরিচিত লোকেরাও অনেক সময় শিশুদের গালে বা কপালে চুমু খেয়ে স্নেহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই চুমুই কখনও কখনও মারাত্মক চর্মরোগ বা ভাইরাল সংক্রমণের কারণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যখন শিশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে। চলুন দেখে নিই—চুমুর মাধ্যমে কীভাবে রোগ ছড়ায়, লক্ষণ, ঝুঁকি ও তার প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উপায়।

চুমুর মাধ্যমে ছড়াতে পারে এমন প্রধান চর্মরোগ

হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস (এইচএসভি ১)

▶ এটি এক ধরনের ভাইরাস যা ঠোঁটের ফোসকার (কোল্ড সোর) কারণ। সাধারণত মুখে, ঠোঁটে বা নাকের আশপাশে ফোসকা সৃষ্টি করে।

ইম্পেটিগো

▶ এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ। ছোট ছোট ফোসকা বা পুঁজযুক্ত ঘা দেখা যায়, যা কিনা ছোঁয়াচে। ফুলের মতো শিশুর জন্য অত্যন্ত মারাত্মক!

রিংওয়ার্ম বা দাদ (টিনিয়া করপোরিস)

▶ এটি সাধারণত ছত্রাক (fungus) দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণ। যে স্থানে চুমু খাওয়া হয় সেখানেই সংক্রমণ গোলাকার লাল চাকা বা ফোসকার আকারে প্রকাশ পায়।

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি)

▶ যদিও এটি মূলত যৌন সংক্রমণজনিত, তবে কিছুরকম হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস শিশুর মুখমণ্ডলে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

মোলাসকাম কন্ট্যাজিওসাম

▶ একটি ভাইরাসঘটিত ত্বকের অসুখ যা ছোট শিশুদের বেশি আক্রমণ করে। ছোট ছোট চকচকে গুটির মতো ঘা দেখা যায়।

সংক্রমণের লক্ষণ

আলতো ঠোঁটে ছোঁয়া দিই, ভালবাসায় ভরে যাই! ফুলের মতো নরম শিশুদের ঠোঁট গাল, কপাল কিংবা মুখমণ্ডলের অন্য কোনও জায়গায় ভালবাসার বশে আমরা হামেশাই অসংখ্য চুম্বন রেখা এঁকে দিই। অজান্তেই এই আনন্দ নিরানন্দ ডেকে আনে— নানারকম ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যায়। সেইসব শিশুদের ত্বকে সংক্রমণ হলে সাধারণত যে উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে সেগুলো হল— মুখে বা গালে লালচে ফোসকা, ঠোঁটে জ্বালা বা ঘা, পুঁজযুক্ত ক্ষত বা ফাটল, ঘা থেকে তরল পদার্থ নির্গত হওয়া, চুলকানি বা ব্যথা, জ্বর (বিশেষত ভাইরাস সংক্রমণে), এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর বিরক্তিভাব বা কান্নাকাটি বৃদ্ধি।

কেন নবজাতকরা বেশি ঝুঁকিতে?

▶ **রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল:** জন্মের পর প্রথম কয়েক মাসে শিশুর শরীরে নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়ে ওঠে না।

নাজুক ত্বক: শিশুর ত্বক অনেক বেশি সংবেদনশীল, সহজেই আঘাতপ্রাপ্ত বা সংক্রমিত হতে পারে।

সরাসরি মুখে সংস্পর্শ: চুমুর মাধ্যমে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সহজেই মুখ ও নাকের আশপাশের অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি ও ব্যক্তি

বাচ্চাদের আদর করার আগে যে বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো হল— যাদের ঠোঁটে ফোসকা বা মুখে কোনও সংক্রমণ আছে তারা, ঠান্ডা-জ্বর বা ফ্লুতে আক্রান্ত ব্যক্তি, ফুসকুড়ি বা ত্বকের রোগে ভোগা আত্মীয়, এবং অপরিচ্ছন্ন মুখ বা হাত নিয়ে শিশুকে আদর করা থেকে তারা যেন দূরে থাকেন। নাহলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়বে। মনে রাখতে হবে, ঠোঁটে বা মুখে খোলা ঘা নিয়ে শিশুর মুখে চুমু খাওয়া একেবারেই উচিত কাজ নয়।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

এই ধরনের মারাত্মক সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় উপায় হল সাবধানতা অবলম্বন করা। এই যেমন, অকারণে কাউকে চুমু খেতে না দেওয়া, জন্মের পর প্রথম ২–৩ মাসে অপরিচিত বা অল্পপরিচিত লোককে শিশুকে চুমু খেতে নিরুৎসাহিত করুন। মুখে ফোসকা, ফ্লু বা চর্মরোগ থাকলে শিশুকে চুমু না খাওয়াই শ্রেয়। নবজাতক শিশুদের ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করুন। শিশুর ত্বক পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন। শিশুদের ব্যবহার্য জিনিস (তোয়ালে, গামছা, বালিশ) আলাদা করে রাখুন। শিশুর ত্বকে নতুন দাগ বা ফোসকা দেখলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

এর পরেও চর্মরোগ দেখা দিলে করণীয়

দাগ বা ফোসকা দেখা দিলেই তাড়াতাড়ি শিশু বিশেষজ্ঞ বা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। চুলকানির জন্য ঘরে বসে ওষুধ না দিয়ে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী মলম বা ক্রিম প্রয়োগ করাই ভাল। শিশুকে পরিষ্কার ও নরম জামা-কাপড় পরান। সংক্রমণ ছড়ানো আটকাতে আক্রান্ত স্থানে শিশুকে ঘষাঘষি করতে দেবেন না। ঘরে অন্য কেউ আক্রান্ত থাকলে শিশুকে কিছুদিন আলাদা করে রাখুন।

সম্ভাব্য চিকিৎসা

চিকিৎসা নির্ভর করে রোগের ধরন ও তীব্রতার উপর। যেমন: হার্পিস ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে বেশকিছু অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করে থাকেন। আবার ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের (ইম্পেটিগো) ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক মলম, ও এমনকী প্রয়োজনে মুখে খাওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ছত্রাক জাতীয় বা ফাঙ্গাল সংক্রমণের ক্ষেত্রে ফাঙ্গাল মলম রয়েছে; তবে সবকিছুই বিশেষজ্ঞ কিংবা সুচিকিৎসকের সুপরামর্শ ছাড়া একেবারেই নয়। ঘন ঘন ধোয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

জনসচেতনতা জরুরি

শিশুদের প্রতি ভালবাসা দেখানোর নানা উপায় আছে—চুমু সবসময় একমাত্র পথ নয়। বাবা-মা, অভিভাবক ও সমাজকে সচেতন হতে হবে যে নবজাতক বা শিশুদের আদরের ক্ষেত্রেও কিছু স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা আবশ্যক। গণমাধ্যম, স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের উদ্যোগে এই বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা ছড়ানো দরকার। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মা, শিশু ও জনস্বাস্থ্যের উপর সচেতনতা, পরিষেবা প্রদান ও পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে আশা দিদিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রসবের পর তাঁরা 'পোস্ট ন্যাটাল ভিজিটে'র সময় মা ও শিশুর উদ্দেশ্যে যে হেল্থ টক দিয়ে থাকেন, তার ফলে তৃণমূল স্তরে 'ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারে'র সংজ্ঞাটাই আজ বদলে গেছে। কথায় বলে, ছোঁয়া হোক নরম এক বায়ু, ভালবাসা হোক নিরাপদ আয়ু।

ভালবাসা যেমন আবেগের অভিব্যক্তি, তেমনই তা সুরক্ষার মাধ্যমও হওয়া উচিত। শিশুকে চুমু খাওয়ার আগে আমাদের ভাবা উচিত—আমার আদর যদি তার অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তা ভালবাসা নয়, অজ্ঞতার পরিচয়। শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে, সতর্ক হতে হবে— কারণ একটি ছোট ভুল ভবিষ্যতে বড় বিপদের জন্ম দিতে পারে। কবির ভাষায়, চুমুতে লুকিয়ে রোগের ছায়া, না জানি কী ক্ষতি হয় তার হায়! ভালবাসা যদি নিঃস্বার্থ হয়, তবে সুরক্ষা সবার আগে রয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

ফিডে বিশ্বকাপে শীর্ষ বাছাইয়ের সম্মান পেলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ

নিজেকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার বলেই মনে করি: জাদেজা

কঠিন পিচে বোলিং উপভোগ করেছেন কুলদীপ

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : এশিয়া কাপের ছন্দ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও ধরে রেখেছেন কুলদীপ যাদব। দিল্লি টেস্টে দু'ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট ঝুলিতে পুরে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার। সব মিলিয়ে সিরিজে তাঁর শিকার ১২ উইকেট।

তবে কোটলার ২২ গজ যে বোলারদের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে, সেটা একবাক্যে স্বীকার করছেন কুলদীপ। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে তিনি বলেছেন, এই উইকেট সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে অনেক বেশি ওভার বল করতে হয়েছে। তবে এই চ্যালেঞ্জটা আমি উপভোগ করেছি। পিচ অত্যন্ত মন্থর ছিল। তাই প্রতিটি উইকেট পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে।

অভিজ্ঞ সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজার আলাদা করে প্রশংসা করে কুলদীপ আরও বলেছেন, জাড্ডু ভাই আমাকে সব সময় সাহায্য করে। প্রথম দলে সুযোগ না পেলে, সাধারণত সবাই কিছুটা হাল্কা মেজাজে থাকে। আরাম করে সময় কাটায়। কিন্তু জাড্ডু ভাই আমাকে সেটা করতে দেয় না। বাড়তি পরিশ্রম করতে বলে। যাতে সব সময় মাঠে নামার জন্য তৈরি থাকা যায়। ওর কথা আমাকে বাড়তি অনুপ্রাণিত করে।

কুলদীপ যাঁর প্রশংসা করেছেন, সেই জাদেজা আবার ম্যান অফ দ্য সিরিজের পুরস্কার পেয়েছেন। আমেদাবাদে সেঞ্চুরি-সহ দু'টেস্টে তাঁর ঝুলিতে ৮ উইকেট। এই নিয়ে টেস্ট কেরিয়ারের তৃতীয়বার সিরিজের সেরা হলেন জাদেজা। তিনি বলছেন, গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে আমরা যে ক্রিকেট খেলছি, সেটাই বজায় রাখতে চাই। গোতি ভাই বলেছে, টেস্টে ছ'নম্বর জায়গাটা এখন আমার। তাই নিজেকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে দেখি। এতে সুবিধে হচ্ছে। আগে সাত, আট বা ন'নম্বরে ব্যাট করতে নামতাম। তাই অন্য মানসিকতা নিয়ে ব্যাট করতাম। এখন ক্রিজে গিয়ে অন্যরকম ভাবি। অনেক বেশি সময় কাটাতে চাই।

ট্রফি নিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে উৎসব সিরিজের সেরা জাদেজার।

ভারত-পাক হকি ম্যাচে হাই ফাইভ প্লেয়ারদের

জোহর বাহরু, ১৪ অক্টোবর : ক্রিকেটের বিপরীত ছবি হকিতে! মঙ্গলবার মালয়েশিয়াতে আয়োজিত সুলতান জোহর কাপে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানের যুব হকি দল। সাম্প্রতিক কালে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক তলানিতে। যার জের দেখা গিয়েছিল এশিয়া কাপে। সূর্যকুমার যাদবরা পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি। একই ছবি ধরা পড়েছিল মেয়েদের বিশ্বকাপেও। হরমনপ্রীত কৌররা এড়িয়ে গিয়েছিলেন পাক খেলোয়াড়দের। যদিও এদিন ম্যাচ শুরুর আগে দু'দলের প্লেয়াররা দিব্যি একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলালেন। হাই ফাইভও করলেন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। ম্যাচ অবশ্য ৩-৩ ড্র হয়েছে। হান্নান শাহিদ ও সুফিয়ান খানের গোলে পাকিস্তান এগিয়ে গেলেও, ভারতের হয়ে সমতা ফেরান আরাইজিৎ সিং ও সৌরভ আনন্দ। ফের সুফিয়ানের গোলে পাকিস্তান এগিয়ে গেলে, মনমিত সিংয়ের গোলে ৩-৩ করে ফেলে ভারত।

চেজদের লড়াইকে কুর্নিশ মুগ্ধ লারার

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : বিশ্ব ক্রিকেটের একদা দৈত্য থেকে অতি সাধারণ একটি দলে পরিণত আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবু হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড। ভারতের মতো শক্তিশালী টেস্ট দলের বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্টে ফলো অন করেও যেভাবে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন জন ক্যাম্পবেল, সাই হোপরা, তাতে মুগ্ধ ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা। উত্তরসূরিদের খোলা চিঠিতে লারার বার্তা, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দল যেভাবে লড়াই করছে সেটা গর্বের বিষয়। অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলোর দিশা ঠিক মিলবেই।

লারা লিখেছেন, প্রথমত আমি বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোটা অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ছিল। জানি, অনেক সমস্যার মধ্যে এখন আমাদের ক্রিকেটারদের খেলতে হয়। কষ্ট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সি পরতে হয়। তার মধ্যেও আমাদের ছেলেরা দেখিয়ে দিচ্ছে, আমরা যদি লড়াই চালিয়ে যেতে পারি এবং নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারি, তাহলে অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলোর রেখা দেখা যাবেই।

ত্রিনিদাদের রাজপুত্র আরও লিখেছেন, খেলোয়াড়রা আমাকে যত প্রশ্ন করেছে, তাতে বুঝতে পেরেছি যে তারা নিজেদের এবং দলকে এই কঠিন সময় থেকে বের করে আনার উপায় খুঁজছে। ওদের পাশে আছি আমি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোস্টন চেজ বলেছেন, অনেক দিন পর আমরা টেস্টে ১০০ ওভার ব্যাট করেছি। ম্যাচ পঞ্চম দিনে নিয়ে যাওয়াটা আমাদের জন্য দারুণ ইতিবাচক দিক। এখান থেকেই আমাদের ক্রমশ উন্নতি করতে হবে।

বিশ্বকাপে কেপ ভার্দে

প্রাইয়া, ১৪ অক্টোবর : ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে কেপ ভার্দে। আফ্রিকার এই দ্বীপরাষ্ট্রের জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ! আইসল্যান্ডের পর বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ হিসাবে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র আদায় করে নিল কেপ ভার্দে। প্রতিপক্ষ ইসোয়াতিনিকে ৩-০ গোলে হারাতেই, প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলার টিকিট পেয়ে যায় আফ্রিকার এই দেশ।

এই বছর কেপ ভার্দের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি। খেলা শেষ হতেই দেশের রাজধানী প্রাইয়াতে উৎসব শুরু হয়ে যায়। সরকারের পক্ষ থেকে একদিনের ছুটিও ঘোষণা করা হয়। ইতিহাসে নাম তোলার জন্য কেপ ভার্দেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। এদিকে, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে আইসল্যান্ডের সঙ্গে ২-২ ড্র করে অপেক্ষা বাড়ল ফ্রান্সের। চোটের কারণে দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও উসমান ডেম্বেলে ছিলেন না। বিপক্ষের মাঠে ৩৯ মিনিটে পিছিয়ে পড়েছিল ফ্রান্স। আইসল্যান্ডের গোলদাতা ভিক্টর পালসেন। যদিও ৬৩ ও ৬৮ মিনিটে পরপর দু'টি গোল করে ফ্রান্সকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন ক্রিস্টোফার এনকুঙ্কু ও জাঁ ফিলিপে মাতেতা। কিন্তু ৭০ মিনিটেই ক্লিনসেনের গোলে ২-২ করে ফেলে আইসল্যান্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভরসা রিকেলটন

করাচি, ১৪ অক্টোবর : রোমাঞ্চকর মোড়ে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট। করাচির ২২ গজে দাপট দেখাচ্ছেন দু'দলের বোলাররা। নিটফল, মঙ্গলবার গোটা দিনে পড়ল ১৬ উইকেট! আগের দিনের ৬ উইকেটে ২১৬ রান হাতে নিয়ে মাঠে নামা দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস গুটিয়ে যায় ২৬৯ রানে। পাকিস্তানের নোমান আলি ৬টি ও সাজিদ খান ৩টি উইকেট নেন। এরপর পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৬৭ রানে শেষ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সেনুরান মুথুস্বামী ৫ উইকেট দখল করেন। জেতার জন্য ২৭৭ রান তাড়া করতে নেমে, তৃতীয় দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রিয়ান রিকেলটন ২৯ ও টনি ১৬ রানে ব্যাট করছেন।

জাপানের কাছে হার ব্রাজিলের

টোকিও, ১৪ অক্টোবর : দীর্ঘ ২৬ বছর পর কোনও এশীয় দলের কাছে হারল ব্রাজিল! মঙ্গলবার টোকিওতে জাপানের বিরুদ্ধে দু'গোলে এগিয়ে গিয়েও, ২-৩ গোলে হার কার্লো আনচেলোত্তির দলের। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হারের পর এটাই কোনও এশীয় দলের কাছে ব্রাজিলের হারের ঘটনা। মাঝে ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও, সেই সময় অস্ট্রেলিয়া ছিল ওশেনিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি।

অথচ ম্যাচের শুরু থেকেই জাপানকে চাপে রেখে ২৬ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল ব্রাজিল। সতীর্থ ব্রুনো গিমারাইসের পাস থেকে বল পেয়ে জালে জড়াতে কোনও ভুল করেননি পাওলো হেনরিকে। ৩২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় সেলেকাওরা। লুকাস পাকেতার লব থেকে বল পেয়ে গোল করেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। বিরতির সময় ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল ব্রাজিল।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার সাত মিনিটের মধ্যেই ১-২ করে দেয় জাপান। ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার ফাব্রিসিও ব্রুনোর শিশুসুলভ ভুলে গোল করেন তাকুমি মিনামিনো। এই গোলের পরেই উজ্জীবিত ফুটবল খেলতে থাকেন জাপানিরা। ৬২ মিনিটে কেইতো নাকামুরার গোলে ২-২। ৭১ মিনিটে ৩-২ করেন আয়াসে উয়েদা। ম্যাচের বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও হার বাঁচাতে পারেনি ব্রাজিল। গত শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ গোলে হারানোর চারদিনের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ল সেলেকাও বাহিনী। ব্রাজিলের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর, দ্বিতীয় হারের স্বাদ পেলেন আনচেলোত্তি। অন্যদিকে, এই প্রথমবার ব্রাজিলের বিরুদ্ধে কোনও ম্যাচ জিতল জাপান।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রথম জয়, উৎসব জাপানি ফুটবলারদের।

বৃষ্টিতে পণ্ড বিশ্বকাপ ম্যাচ

কলম্বো, ১৪ অক্টোবর : প্রবল বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। ফলে দু'দলকেই এক পয়েন্ট পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ২৫৮ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। অলরাউন্ডার নীলাক্ষিকা সিলভা ২৮ বলে অপরাজিত ৫৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের রান আড়াইশো পার করে দিয়েছিলেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য চামারি আট্টাপাট্টুর ৫৩, হাসিনি পেরেরার ৪৪ ও ভিস্মি গুণরত্নের ৪২ রান। এর পরেই বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। যা আর শুরু করা সম্ভব হয়নি। এই ম্যাচ ভেস্তে যাওয়াতে ভারতের কিছুটা হলেও লাভ হল। অন্যদিকে, সেমিফাইনালে ওঠার পথটা আরও কঠিন হল নিউজিল্যান্ডের। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে রয়েছেন হরমনপ্রীত কৌররা। সমান ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ৩। তারা আটকে রইল পাঁচে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে থাকতে হলে বেতন কমাতে হবে ব্রাজিলীয় তারকা কাসেমিরোকে

এশিয়ান কাপ শেষ সুনীলদের

ভারত ১	সিঙ্গাপুর ২
(ছাংতে)	(সং উই ইয়ং)

প্রতিবেদন : সিঙ্গাপুরের মাঠে কোনওরকমে ড্র করে মানরক্ষার পর ঘরের মাঠে ফিরতি লড়াইয়ে লজ্জার হারে এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার আশা শেষ ভারতের। কোচ হিসেবে দেশের মাঠে অভিষেক ম্যাচ ছিল খালিদ জামিলের। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেই বাজিমাত করতে চেয়েছিলেন খালিদ। কিন্তু প্রথমার্ধে ৪০ মিনিট সেই আগ্রাসন দেখিয়েও ম্যাচ জিততে ব্যর্থ। শুরুতে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের বিশ্বমানের গোলে এগিয়ে গিয়েও ১-২ গোলে হেরে মাঠ ছাড়তে হল সুনীল ছেত্রীদের। টানা তিনবার এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ ছিল ভারতের কাছে। কিন্তু গত কয়েক বছরের থেকে এবার তুলনামূলকভাবে সহজ গ্রুপে থেকেও স্বপ্নভঙ্গ সুনীলদের। ছ'বছর পর এশিয়ান কাপে নেই ব্লু টাইগার্স।

ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫৮ নম্বরে থাকা সিঙ্গাপুরকেও এখন হারাতে পারে না ভারত। ভারতীয় ফুটবল ক্রমশ পিছনে হাঁটছে। কোচ বদলেও সেই একই ছবি। অথচ, এদিনই

ছাংতের বিশ্বমানের গোলও কাজে এল না। মঙ্গলবার মারগাঁওয়ে।

গ্রুপের প্রথম ম্যাচ জিতে আশা বাঁচিয়ে রাখার সুবর্ণ সুযোগ ছিল খালিদের দলের সামনে। গোয়ার মাটিতে দর্শক সমর্থন নিয়ে শুরুটা খারাপ করেনি ভারতীয় দল। ১৪ মিনিটের মাথায় ছাংতের অসাধারণ একটি গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ব্লু টাইগার্স। বক্সের বাইরে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে গোলার মতো সোয়ার্ভিং শটে জাল কাঁপিয়ে দেন ভারতীয় উইঙ্গার। প্রথমার্ধেই গোলের ব্যবধান বাড়িয়ে ফেলার সুযোগ পেয়েছিল ভারত। সহজতম সুযোগ নষ্ট করেন লিস্টন কোলাসো। গোল মিস করেন ছাংতে, সুনীলরাও।

প্রধমার্ধটা দেখে বোঝা যায়নি, সুনীলরা এই ম্যাচ হারতে পারেন। কিন্তু রক্ষণ এবং ফাইনাল থার্ডের ব্যর্থতার মাশুল দিতে হল ভারতকে। বিরতির ঠিক আগেই ম্যাচে সমতা ফেরায় সিঙ্গাপুর। ৪৪ মিনিটে গোল করেন ইউ ইউং সং। কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোল করে যায় সিঙ্গাপুর। ভারতীয় ডিফেন্স তখন দাঁড়িয়ে যায়। ঠান্ডা মাথায় গোল করেন সং। কিন্তু এই গোলের আগে ভারতীয়রা একাধিক সুযোগ নষ্ট না করলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতেও পারত।

দ্বিতীয়ার্ধে সুনীল, লিস্টনকে তুলে রহিম আলি, উদান্তদের নামিয়েছিলেন খালিদ। কিন্তু সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি। ৫৮ মিনিটে সেই সংয়ের গোলেই ২-১ করে ফেলে সিঙ্গাপুর। শেষদিকে একাধিকবার অল আউট আক্রমণে গিয়েও কাজের কাজ করতে পারেনি খালিদের ছেলেরা। বাছাইপর্বে বাকি রইল আর মাত্র দু'টি ম্যাচ। ভারতের সংগ্রহ এখন চার ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট। বাকিদেরও বাকি দু'টি করে ম্যাচ।

ফিট কি না, তথ্য আমি কেন দেব?

নির্বাচকদের তোপ শামির

প্রতিবেদন : আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। টেস্ট, টি-২০ এবং অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান ডে দলেও ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন মহম্মদ শামি। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দল ঘোষণা করে নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকরের দাবি ছিল, শামির ফিটনেস নিয়ে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য নেই। ইডেন গার্ডেন্সে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলতে নামার আগে শামি একহাত নিলেন আগারকরদের। ভারতের তারকা পেসার সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি তো খেলছেন। ওয়ান ডে খেলার জন্য ফিট রয়েছেন। কিন্তু কাউকে ফিটনেস নিয়ে আপডেট দেওয়া তাঁর কাজ নয়।

রঞ্জির প্রস্তুতিতে শামি।

ইডেনে দাঁড়িয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে শামি বললেন, আমাকে কেন ফিটনেস নিয়ে আপডেট দিতে হবে? আমি নিজের কাজ করছি। নিয়ম করে এনসিএ-তে যাচ্ছি, অনুশীলন করছি, ম্যাচ খেলছি। ফিট না থাকলে কি রঞ্জিতে খেলতে আসতাম? কাউকে ফিটনেস নিয়ে তথ্য দেওয়া আমার কাজ নয়। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফেও আমার ফিটনেস নিয়ে কিছু জানতে চাওয়া হয়নি। জানতে চাওয়ার কাজটা তাদের। যদি আমি চার দিনের ক্রিকেট খেলতে পারি, তাহলে কেন ৫০ ওভারের ম্যাচে নয়?

ভারতীয় দলে সুযোগ না পেয়ে কি হতাশ লাগে? শামি বলছেন, জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়াটা আমার হাতে নেই। যখনই সুযোগ পাই ম্যাচ খেলি। ম্যাচে ভাল খেললেই জাতীয় দলে সুযোগ মিলবে। শামি মনে করিয়ে দিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, আইপিএলে খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলছেন। এরপরও উপেক্ষিত তিনি।

শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল, চোট সমস্যায় মোহনবাগান

প্রতিবেদন : ১২৫তম আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে নামধারী এফসি-কে ২-০ গোলে হারিয়ে শনিবারের সম্ভাব্য ডার্বির মহড়া সেরে নিল মশালবাহিনী। বুধবার নিজেদের গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে ড্র করলেই ফাইনাল নিশ্চিত করবে মোহনবাগান। ১৮ অক্টোবর যুবভারতীতে শিল্ড ফাইনালে সম্ভাব্য ডার্বি নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। তবে মনবীর সিংয়ের চোট নিয়ে ফের অস্বস্তি বাগানে। ডার্বির আগে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। ফিটনেস সমস্যা রয়েছে অনিরুদ্ধ থাপারও।

নামধারীর বিরুদ্ধে ড্র করলেই চলত লাল-হলুদের। তবে পিভি বিষ্ণু-মহম্মদ রশিদ যুগলবন্দিতে ইস্টবেঙ্গল জিতেই ফাইনালে গেল। কোচ অস্কার ব্রুজোর কাছে এই ম্যাচের গুরুত্ব আলাদা ছিল। ডার্বির আগে দল নিয়ে কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ ছিল ইস্টবেঙ্গল কোচের কাছে। কিন্তু

প্রস্তুতি কামিন্সের। পাশে বিষ্ণুর গোল-উৎসব। মঙ্গলবার।

নামধারীর শারীরিক ফুটবলের সামনে সমস্যায় পড়ে পরিকল্পনা কিছুটা বদলাতে হয় অস্কারকে। ম্যাচ জিতেও নামধারীর ফিজিক্যাল ফুটবল এবং বিপক্ষ কোচের রণকৌশলের সমালোচনা করেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। হামিদকে না নামিয়ে ডেভিডকে আপফ্রন্টে রেখে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন অস্কার। শুরু থেকে খেলেন চার বিদেশি কেভিন সিবিল্লে, সাউল ক্রেসপো, মহম্মদ রশিদ ও মিগুয়েল ফেরেরা। পরিবর্ত হিসেবে হামিদ, এডমুন্ড, সায়নদের নামান অস্কার। ১৯ মিনিটে রশিদের বিশ্বমানের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৪১ মিনিটে ডেভিডের পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান বিষ্ণু।

বুধবারের ইউনাইটেড ম্যাচের আগে মোহনবাগানে মোহনবাগানে চোট সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছে। মনবীরকে ছাড়াই নামতে হচ্ছে দলকে। থাপার ফিটনেস সমস্যা থাকলেও হয়তো তিনি খেলবেন। আপুইয়ার জায়গায় খেলতে পারেন অভিষেক সূর্যবংশী। লেফট ব্যাকে শুভাশিস বোসের জায়গায় শুরু করবেন অভিষেক সিং।

মহামেডানে হয়তো টেকনো

প্রতিবেদন : লগ্নিকারী হিসেবে টেকনো ইন্ডিয়াই সম্ভবত মহামেডান স্পোর্টিংয়ের নতুন ইনভেস্টর হিসেবে যোগ দিচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগেই টেকনোর সঙ্গে মহামেডানের গাঁটছড়া বাঁধার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বকেয়া ইস্যুতে ফিফায় মহামেডানের ট্রান্সফার ব্যান তোলার জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েও চূড়ান্ত চুক্তি করতে গড়িমসি করছিল টেকনো। অবশেষে মঙ্গলবার ড্রাফট চুক্তি ক্লাবের আইনজীবীর কাছে পাঠিয়েছে তারা। ৬১ শতাংশ শেয়ার থাকবে টেকনোর কাছে। ক্লাবের হাতে থাকবে বাকি ৩৯ শতাংশ শেয়ার। ট্রান্সফার ব্যান তোলার জন্য টেকনো ১০ কোটি টাকা দিলে তিন বছরের মধ্যে তা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মহামেডান। প্রস্তাবে রাজি টেকনো।

ফাইনালে চমক

প্রতিবেদন : ১৮ অক্টোবর শিল্ড ফাইনালে সম্ভাব্য ডার্বি নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। সন্ধ্যা ছ'টায় ম্যাচ শুরু। উত্তরবঙ্গের বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যার্থে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে থাকছে নৃত্য পরিবেশন।

প্রস্তুত শামি, চার পেসারে বাংলা

কোচ লক্ষ্মীর সঙ্গে শামি।

প্রতিবেদন : বুধবার থেকে রঞ্জি ট্রফিতে অভিযান শুরু করছে বাংলা। ইডেন গার্ডেন্সে মহম্মদ শামিদের প্রতিপক্ষ উত্তরাখণ্ড। প্রতিপক্ষ দলে চেনা নাম না থাকলেও তাদের সমীহ করছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। ইডেনের উইকেটে ঘাস থাকলেও ম্যাচের আগের দিন বাইশ গজকে পুরো সবুজ উইকেট বলা যাচ্ছে না। তবে পিচ থেকে পেসাররাই বাড়তি সুবিধা পাবে বলে মনে করছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। তাই চার পেসার নিয়েই নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বঙ্গ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। পেস আক্রমণের নেতৃত্বে শামি। সঙ্গী আকাশ দীপ সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এবং ঈশান পোড়েল। চতুর্থ পেসার হিসেবে সৌরভ সিংকে নিয়ে চর্চা থাকলেও অভিজ্ঞতার কারণে ঈশানেই সম্ভবত ভরসা রাখছে দল। একমাত্র স্পিনার হিসেবে খেলতে পারেন তরুণ অলরাউন্ডার বিশাল ভাটি।

মঙ্গলবার বাংলার অনুশীলনে যোগ দিয়ে নেটে বোলিং, ব্যাটিং করেছেন শামি। সতীর্থ আকাশ দীপকে নানা পরামর্শ দেন ভারতীয় স্পিডস্টার। কোচ লক্ষ্মীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন শামি। সাজঘরে টিম মিটিংয়ে রণকৌশল সংক্রান্ত আলোচনাতেও অংশ নেন তারকা পেসার। সিনিয়র হিসেবে গাইড করছেন দলের জুনিয়রদের। শামি বলছেন, আমাকে আকাশ দীপ বলেছে, ও আমার সঙ্গে রঞ্জিতে এখনও খেলেনি। আমাদের দু'জনেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। আকাশ, মুকেশ, সুরজ, কাইফ, ঈশানদের নিয়ে আমাদের দুর্দান্ত বোলিং বিভাগ। এই বোলাররাই বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মাঠে ময়দানে

15 October, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পারিবারিক কারণে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম তিন একদিনের ম্যাচে নেই অ্যাডাম জাম্পা

৭ উইকেটে টেস্ট জিতে ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ

গিলের চোখ এবার সাদা বলে

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর ট্রফি নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস। মঙ্গলবার দিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : প্রত্যাশিতভাবেই দিল্লি টেস্ট জিতল ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করে দু'টেস্টের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে পকেটে পুরলেন শুভমন গিলরা। ক্যারিবিয়ান শিবিরের জন্য সান্ত্বনা, তাঁরা ম্যাচ পঞ্চম দিনের সকাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

জেতার জন্য শেষ দিনে ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৫৮ রান। হাতে ছিল ৯ উইকেট। সাই সুদর্শন এবং শুভমনের উইকেট হারিয়ে সহজেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। কে এল রাহুল নট আউট রইলেন ৫৮ রানে। সুদর্শন ও শুভমন দু'জনেই আউট হলেন চালিয়ে খেলতে গিয়ে। রাহুলের সঙ্গে নট আউট থাকেন ধ্রুব জুরেল।

এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে লাল বলের সিরিজ জিতেই শুভমনের চোখ এবার অস্ট্রেলিয়া সফরে। অজিদের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-২০ খেলবে ভারত। ১৯ অক্টোবর পারথে প্রথম একদিনের ম্যাচ। হাতে একদমই সময় নেই। তাই অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানেই ক্যাঙারু বাহিনীর বিরুদ্ধে যাবতীয় পরিকল্পনা সেরে ফেলতে চান শুভমন।

টেস্টের পাশাপাশি সদ্য ভারতের একদিনের দলের অধিনায়ক হয়েছেন শুভমন। মঙ্গলবার লাল বলের সিরিজ জয়ের পর তিনি বলেন, হাতে একদম সময় নেই। দীর্ঘ বিমানযাত্রা রয়েছে। তাই বিমানে বসেই গোতি ভাইয়ের (কোচ গৌতম গম্ভীর) সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলব। এতদিন পুরো ফোকাস ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। এবার সামনে নতুন লড়াই। সেদিকেই ফোকাস করছি।

আমেদাবাদ টেস্ট সহজে জিতলেও, দিল্লি টেস্ট জিততে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। প্রশ্ন উঠছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলো-অন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও। শুভমনের বক্তব্য, আমরা প্রায় তিনশো রানে এগিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, শেষ দিনে যদি পাঁচশো রানেও এগিয়ে থাকি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৬-৭টি উইকেট তুলতে হয়, তাহলে সমস্যা হতে পারে। তাই ফলো-অন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তাছাড়া প্লেয়ারদের সেরাটা বের করে আনার জন্য কখনও কখনও সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

টেস্ট অধিনায়কের ভূমিকায় তাঁর প্রথম সিরিজ জয়। শুভমন বলছেন, আমি দায়িত্ব নিতে ভালবাসি। উপভোগ করি। টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে প্রথম সিরিজ জিতে খুশি। তবে এতেই সন্তুষ্ট থাকতে রাজি নই। আমাদের লক্ষ্য আরও উঁচুতে। এই সিরিজে নীতীশ রেড্ডিকে পেসার অলরাউন্ডার হিসাবে খেলানো হয়েছে। কিন্তু দু'টি টেস্টে তাঁকে দিয়ে খুব বেশি ওভার বল করানো হয়নি। এই প্রসঙ্গে শুভমনের বক্তব্য, টিম ম্যানেজমেন্ট চায় না, নীতীশ শুধুই বিদেশের মাটিতে খেলা ক্রিকেটার হয়ে থাকুক। তাই ওকে দেশের মাটিতেও টেস্টে খেলানো হচ্ছে। কারণ শুধু বিদেশের মাঠে খেললে, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের উপর বেশি চাপ পড়ে। আমরা জানি, নীতীশ ম্যাচ উইনার। তাই সব পরিবেশেই ওকে খেলাতে চাই।

স্কোরবোর্ড

ভারত (প্রথম ইনিংস) : ৫১৮/৫ ডিক্লেয়ার
ওয়েস্ট ইন্ডিজ (প্রথম ইনিংস) : ২৪৮
ওয়েস্ট ইন্ডিজ (দ্বিতীয় ইনিংস) : ৩৯০
ভারত (দ্বিতীয় ইনিংস) : ১২৪/৩
(১ উইকেটে ৬৩ রানের পর)

রাহুল নট আউট ৫৮, সুদর্শন ক হোপ বো চেজ ৩৯, শুভমন ক গ্রিভস বো চেজ ১৩, জুরেল নট আউট ৬। অতিরিক্ত : ০। বোলিং : সিলস ৩-০-১৪-০, ওয়ারিকান ১৫.২-৪-৩৯-১, পিয়ের ৮-০-৩৫-০, চেজ ৯-২-৩৬-২।

ভারত ৭ উইকেটে জয়ী

দেশে বিরাট, আজ অস্ট্রেলিয়া-যাত্রা

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ খেলার জন্য চারমাস পর দেশে ফিরলেন বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার সকালে তিনি দিল্লি পৌঁছন। কিং কোহলির পরনে ছিল কালো জামা ও সাদা ট্রাউজার। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তিকে দেখার জন্য দিল্লি বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন ভক্তরা। প্রিয় তারকাকে দেখে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেন অনুরাগীরা। কিন্তু কারও সেলফির আবদার রাখেননি বিরাট। সকলকে এড়িয়েই গাড়িতে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন তারকা ব্যাটার।

একদিনের সিরিজ খেলতে বুধবার দিল্লি থেকেই সতীর্থদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া রওনা হবেন বিরাট। মঙ্গলবার রোহিত শর্মাও মুম্বই থেকে দিল্লি আসেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর অস্ট্রেলিয়া সফরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে বিরাট ও রোহিতের। দু'ভাগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ায়। বিরাট, রোহিতরা সকালের বিমানে পারথ উড়ে যাবেন। টেস্ট দলের সদস্যরা বিকেলের বিমানে রওনা হবেন। সবার টিকিট একসঙ্গে পাওয়া যায়নি বলেই দু'ভাগে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন ক্রিকেটাররা।

মোট তিনটি ওয়ান ডে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। পারথে প্রথম ম্যাচ ১৯ অক্টোবর। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৩ অক্টোবর অ্যাডিলেডে। তৃতীয় ম্যাচ সিডনিতে ২৪ অক্টোবর। ২৯ অক্টোবর শুরু টি-২০ সিরিজ। সূর্যকুমার যাদবরা কয়েকদিন পর রওনা হবেন।

মঙ্গলবার দিল্লি বিমানবন্দরে কিং কোহলি।

রো-কো'র ভবিষ্যৎ নিয়ে হেঁয়ালি গম্ভীরের

বিশ্বকাপের এখনও আড়াই বছর বাকি

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার টিম ইন্ডিয়ার কোচ সাফ জানিয়েছেন, ২০২৭ বিশ্বকাপের এখনও অনেক বাকি। তাই তিনি বর্তমান নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন।

আগামী রবিবার থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শুরু হচ্ছে একদিনের সিরিজ। ২২৪ দিন পর ফের টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে ২২ গজে দেখা যাবে রোহিত-বিরাটকে। এদিন দিল্লি টেস্ট জয়ের পর সাংবাদিক বৈঠকে আসা গম্ভীরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল দুই মহাতারকাকে কি পরের একদিনের বিশ্বকাপের দেখা যাবে? গম্ভীরের চটজলদি উত্তর, ওরা দুর্দান্ত ক্রিকেটার। ওদের অভিজ্ঞতার মূল্যও অপরিসীম। তবে ২০২৭ বিশ্বকাপ এখনও আড়াই বছর দূরে। আমি এখন বর্তমানেই থাকতে চাই।

বিশ্বকাপে খেলার নিশ্চয়তা না দিলেও, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন সাদা বল সিরিজে রো-কো'র ভাল খেলা নিয়ে আশাবাদী গম্ভীর। তিনি বলছেন, রোহিত ও বিরাট ফেরায় দলের শক্তি বেড়েছে। আশা করি, ওরা অস্ট্রেলিয়াতে ভাল খেলবে। ওদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। পাশাপাশি গোটা দলও ভাল পারফর্ম করবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি রোহিত ও বিরাট। ঘরোয়া ক্রিকেটেও দেখা যায়নি দু'জনকে। নাম না করে দুই তারকাকে গম্ভীরের বার্তা, দেশের হয়ে খেলার আগে এই দলের অনেকেই 'এ' দলের হয়ে খেলেছে। আরও অনেকেই আছে, যারা অনূর্ধ্ব ১৯, বিজয় হাজারে, রঞ্জির মতো ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলছে। পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে প্রত্যেকের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা উচিত। এনসিএ-তে পড়ে থাকলে চলবে না। ম্যাচ খেলতে হবে। নইলে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া কঠিন।

সফল জুটি : শুভমন ও গম্ভীর।

টেস্ট জিতলেও, কোটলার উইকেট নিয়ে অখুশি গম্ভীর। তাঁর বক্তব্য, আমি বলছি না আমেদাবাদের মতো আড়াই দিনে টেস্ট শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু উইকেটে জোরে বোলারদের জন্য তো কিছু থাকবে! বিশেষ করে, দুটো দলেই যখন পেসাররা রয়েছে। এই ধরনের উইকেট তৈরি করলে, ভারতীয় ক্রিকেটের কোনও লাভ হবে না। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রশংসা করব। এই টেস্টের লড়াই ওদের আত্মবিশ্বাস দেবে। এদিকে, ইউটিউব চ্যানেলে হর্ষিত রানার সমালোচনা করার জন্য কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তকে একহাত নিয়েছেন গম্ভীর। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত লজ্জার। যদি ইউটিউব চ্যানেল চালানোর জন্য একটা ২৩ বছরের বাচ্চার সমালোচনা করেন, তাহলে সেটা অন্যায়। হর্ষিতের বাবা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নন। প্রাক্তন ক্রিকেটার বা এনআরআইও নন। ও যতটুকু ক্রিকেট খেলেছে, সেটা নিজের যোগ্যতায়। যদি নিশানা করতেই হয়, আমাকে করুন। আমি সমালোচনা সহ্য করতে পারি।